"জয়াবতী"

বা

ত্রিপুর-সতী ।

"জয়াবতী"

বা

ত্রিপুর-সতী।

Jayabati ba Tripur Sati
1st published in 1336 Tripurabdha.

গ্রন্থস্বত্ব :—উপজাতি গবেষণা কেন্দ্র
কর্তৃক সংরক্ষিত ।

পুনঃ মুদ্রণ :—মার্চ ১৯৯৫ ইং ।

মুদ্রণ :—শ্রীমা প্রিন্টিং প্রেস ।

প্রকাশক :—ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি
গবেষণা কেন্দ্র ও সংগ্রহ শালা ।
ত্রিপুরা সরকার ।

মূল্য :—একুশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র ।

"জয়াবতী"

বা

ত্রিপুর-সতী।

—:—

ঐতিহাসিক নাটক।

ত্রিপুরা নাট্য-সম্মিলনী হইতে প্রকাশিত।

রাজধানী- আগরতলা ;

বীরযন্ত্রে—শ্রীযুগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩৩৬ ত্রিপুরাব্দ ।

ভূমিকা ॥

রাজন্যশাসিত ত্রিপুরায় একসময় শিল্প সংস্কৃতি চর্চার এক গৌরবময় অধ্যায় সূচিত হয়েছিল। একদিকে সংগীত, নাট্য চর্চা অন্য দিকে আধুনিকতার আলোকে ত্রিপুরাকে নতুন ধাঁচে গড়ে তোলার জন্যে তৎকালীন মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা উল্লেখ্যনীয় ছিল। "জয়াবতী" বা ত্রিপুর সতী এই নাটকখানি তৎসময়ে ত্রিপুর নাট্য-সম্মিলনীর ঐকান্তিক চেষ্টায় রচিত হয়েছিল। ঐতি-হাসিক দৃষ্টিকোণে রচিত এই নাটকে ত্রিপুর গৌরব ঐতিহাসিক রণনায়ক বিজয় মাণিক্যের আমলের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংঘাত বা ঘটনাবলী বিধৃত আছে।

ত্রিপুরা উপজাতি সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র ত্রিপুরার দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে মূল্যবান তথ্যাদি প্রকাশনার আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই নাটকটি মহারাজ কুমার সহদেব বিক্রম কিশোর দেববর্মণ মহোদয়ের বদান্যতায় ও ভূমিকা লিখে সহায়তা করায় প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে। তারজন্য আমরা উনার নিকট ঋণী।

সুধী, পাঠক মহলে তথা নাট্য রসিকদের কাছে পাঠকটি সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করবো।

তাং—২৭ শে মার্চ-১৯৯৫ইং। **এস. সাইলো,**

আগরতলা।

ডাইরেক্টর

ত্রিপুরা উপজাতি গবেষণা

কেন্দ্র, আগরতলা।

প্রারম্ভিক মন্তব্য ॥

জয়াবতী বা ত্রিপুর সতী ॥

জয়াবতী বা ত্রিপুর-সতী একটি মর্মস্পর্শী করুনরসঘন বিয়োগান্ত ঐতিহাসিক নাটক। ঘটনাকাল খৃষ্টীয় যোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ ত্রিপুরার সুবা গোপীপ্রসাদ কর্তৃক মহারাজ অনন্ত মাণিক্য বধ নামক চাঞ্চল্যকর ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া নাটকটি রচিত। উচ্চাভিলাষী, নিষ্ঠুর গোপীপ্রসাদ স্বীয় জামাতা তথা মহারাজ অনন্ত মাণিক্যকে বধ করিয়া উদয়মাণিক্য নাম গ্রহণ পূর্বক ত্রিপুরাধিপতি হইলে ঘটনার সূত্রপাত হয়। একদিকে পতিভক্তি, বংশগৌরব, সতীত্ব অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ স্পৃহা, অন্যদিকে উচ্চাকাঙ্খা, কূটনীতি, শঠতা লাম্পট্য, কাঠিন্য। এই দুই বিপরীত ভাবধারার সংঘাতে নাটকটি অত্যন্ত উপভোগ্য হইয়াছে। অবশেষে সতীর জয় এবং উচ্চাকাঙ্খার পরাভয় ইহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে।

ঐতিহাসিক পটভূমিকা ॥

ত্রিপুরা সহ সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারতের ইতিহাস অনুশীলন করিলে ১২০৪ খৃষ্টাব্দকে একটি যুগ সন্ধিক্ষণ বলিয়া ধরিতে হয়। ১২০৪ খৃষ্টাব্দে বাংলার রাজা লক্ষণ সেন ইখ্‌তিয়ার উদ্দীন মহম্মদ বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হন। অতঃপর প্রায় ৫৫৫ বৎসর যাবৎ সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারতে দুর্দিন নামিয়া আসিল। আফ-

গন, তুর্কী, পাঠান, মুঘল কর্তৃক অন্যান্য রাজ্য বিশেষ করিয়া ত্রিপুরা বহুবার আক্রান্ত, লুন্ঠিত, নির্যাতিত, শোষিত ও সংকোচিত হইয়াছে। বহু রাজা বন্দী হইয়াছেন। কেহ বা পরাজয়ের গ্লানি বশতঃ বিষপান করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। দুর্দান্ত প্রতিবেশীর এবম্বিধ প্রভাব ও প্রলোভনে রাজধানী রাঙামাটিতে পারস্পরিক অবিশ্বাস, গৃহ-কোন্দল, কূটনীতি নাটকীয় পালা বদলের পালা চরমে উঠিয়াছিল ঘরে বাইরে এই চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে সংঘটিত অন্যতম ঐতিহাসিক ঘটনা হইল এই নাটকের বিষয়বস্তু।

ঘটনা প্রবাহের সূচনা ॥

পরাক্রমশালী মহারাজ বিজয় মাণিক্য (১৫৩২-১৫৬৩ ইং) এর সামান্য কর্মচারী ছিলেন গোপী প্রসাদ। রাজ পরিবারের পাচক হিসারে গোপী প্রসাদের প্রবেশ ঘটে রাজ মহলে। ক্রমে ক্রমে রাজ্যের ও রাজনীতির, প্রাসাদের ও প্রশাসনের নানা জটিল খবরাখবর গোপীপ্রসাদের জানা হইল। বাহুবল ও মনোবলে বলীয়ান গোপীপ্রসাদের পদোন্নতি হইতে থাকিল। তৎকালে ঘন ঘন বৈদেশিক আক্রমনে, মহারাজ বিজয় মাণিক্য গোপী-প্রসাদকে অগ্রনী করিয়া তাহাকে সুনাম অর্জনের সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। রন্ধনক্ষেত্র হইতে রণক্ষেত্রে সাহস ও সাফল্য প্রদর্শন করিয়া গোপীপ্রসাদ বিজয় মাণিক্যের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। পরবর্তিকালে বিজয় মাণিক্যের ইচ্ছায় গোপী-প্রসাদের কন্যা জয়াবতীর সহিত যুবরাজ অনন্তদেব-এর বিবাহ

বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হইল। পরাক্রমশালী সেনাপতির অভিবাবকত্বে পুত্র নিরাপদ থাকিবে ভাবিয়া, মহারাজ বিজয় মাণিক্য এই সম্বন্ধ স্থাপনে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। পরাক্রমশালী সেনাধ্যক্ষের প্রভাব প্রশাসনের উপর মাত্রাতিরিক্ত হইলে রাজ্যের যে ক্ষতি হয়, তাহা বিজয় মাণিক্য নিজের জীবন দিয়া উপলব্ধি করিলেও পুত্রের ক্ষেত্রে অপত্য স্নেহবশতঃ এবং উপায়ান্তহীন হইয়া গোপীপ্রসাদকে ভাবী অভিবাবক নিযুক্ত করিলেন, যাহাতে পুত্র অনন্তদেব নির্বিঘ্নে শ্বশুরের সহায়তায় রাজ্যভোগ করিতে পারেন। পূর্বেকার ইতিহাস অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে বিজয় মাণিক্য নিজেও প্রধান সেনাপতির কন্যা পুণ্যবতীকে (নামান্তরে লক্ষ্মীবালা) বিবাহ করিয়াছিলেন। তখনও সেনাপতি প্রভাবশালী হইলে বিচক্ষণ মহারাজ, সুকৌশলে ঐ সেনাপতিকে হত্যা করান।

বিজয় মাণিক্যের মহাপ্রয়াণের পর অনন্ত মাণিক্য রাজা হইলেন এবং প্রধান সেনাপতি গোপীপ্রসাদ তাঁহার অভিবাবক রহিলেন এবং তিনি প্রকৃত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে গোপীপ্রসাদের অন্তরে সুপ্ত রাজ্য লিপ্সা প্রজ্বলিত হইল। এবং বার বার নিজ গৃহে মহারাজকে আমন্ত্রণ করাতে, তাহার অন্তরে কোন ও দুরভিসন্ধি থাকিতে পারে অনুভব করিয়া, বিচক্ষণা মহারাণী জয়াবতী স্বামীকে শ্বশুর গৃহে যাইতে বারণ করেন। কিন্তু নিষ্পাপ অনন্ত মাণিক্য শ্বশুরের প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করিলেন না, পরন্তু মহারাণীকে অহেতুক সন্দেহ প্রবণা নারী বলিয়া মনে করিলেন।

চরম অবস্থা

অতঃপর সুযোগ বুঝিয়া মহারাজকে গোপীপ্রসাদ গুপ্ত ঘাতক দ্বারা হত্যা করাইলেন এবং নিজে উদয় মাণিক্য নাম গ্রহন পূর্ব্বক ত্রিপুরার রাজক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলেন। পরবর্তী-কালে, তদানীন্তন রাজধানী রাঙামাটী-এর নাম পরিবর্তন করিয়া স্বীয় নামানুসারে উদয়পুর নাম রাখিয়াছিলেন।

পতিহারা জয়াবতী পিতার এমন নির্মম, নিষ্ঠুর আচরনে মর্মাহত ও ক্রোধান্বিত হইয়া প্রতিশোধ নিতে বদ্ধ পরিকর হইলেন এবং ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত সিংহাসন একজন নগণ্য ব্যক্তি যাহাতে কলুষিত করিতে না পারে তাহার জন্য প্রজাদিগকে বিদ্রোহী হইতে ও যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতে আহ্বান জানাইলেন। এজন্য সেনাপতি ও চন্তাইকে প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ দিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে মা ত্রিপুরা সুন্দরীর কাছ হইতে ধৈর্য্য ধরার জন্য দৈববাণী শুনার পর, যুদ্ধ হইতে বিরত রহিলেন এবং উপযুক্ত সময়ের জন্য প্রতীক্ষায় রহিলেন। রাজ্য লোভ চরিতার্থ হইবার পর উদয় মাণিক্যের ইন্দ্রিয় লালসা চরিতার্থ করিবার পথ সুগম হইল। নানা পরিবার হইতে সুন্দরী ললনা ছলে-বলে- কৌশলে সংগ্রহ করার ব্যবস্থা হইল। সং-গ্রহীতা যুবতী ও মহিলাদের মধ্যে সকলের সাহস ও বুদ্ধি

সমান ছিল না। ইহাদের মধ্যে কমলাবতী নাম্নী এক বিবাহিতা, বিচক্ষণ মহিলা ছিলেন। কমলার স্বামী বধ করিয়া তাহাকে নিয়া আসিয়াছিল সেই শোক কমলাবতী কখনও ভুলিতে পারেন নাই। অন্তরে তীব্র ব্যথা লইয়া কমলা নকল প্রেমাভিনয় করিতে লাগিলেন এবং উদয় মাণিক্যের বিশ্বাসের পাত্রী হইলেন।

তৎকালে রাজবৈদ্য ছিলেন সুরমনি কবিরাজ। সুরমনিকে বহু মূল্য মুক্তার মালা দিয়া কমলাবতী প্রলোভিত ও বশীভূত করিলেন। লোভী সুরমনি মারাত্মক বিষ সংগ্রহ করিয়া দিলেন। উদয় মাণিক্য একবার অসুস্থ হইলে রাজবৈদ্য হইতে প্রাপ্ত বিষ কমলাবতী রাজাকে ঔষধ বলিয়া খাইতে দিলেন। ক্ষণকাল পরেই তীব্র বিষের জ্বালায় উদয় মাণিক্য আর্তনাদ করিতে লাগিলে সেনাপতি রাজবৈদ্যকে ডাকাইয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সুরমনি আরও অর্থ প্রাপ্তির আশায় ষড়যন্ত্র ফাঁস করিয়া দিতে চেষ্টা করায় কমলাবতীর হাতে নিহত হইলেন এবং পরক্ষনে কমলাবতী নিজেও আত্মঘাতী হইলেন। অতঃপর জয়াবতী ও স্বামীর অনির্বাণ জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দিয়া সতী হইলেন।

এই নাটকটি ত্রিপুরা নাট্য সম্মিলনী কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৬ এবং ১৯২৭ ইংরাজীতে আগরতলাতে উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরের আঙ্গিনায় এক নাট্যমঞ্চে ইহা অভিনীত হয়। এই নাট্যমঞ্চে মহারাজ রাধাকিশোর-এর আমল হইতে মহারাজ বীরবিক্রম মাণিক্যের সময় পর্য্যন্ত বহুবার

নাটকটি অভিনীত হইয়াছিল।

তাং:- ২৭শে মার্চ ১৯৯৫ইং
আগরতলা।

মহারাজ কুমার সহদেব বিক্রম
কিশোর দেববর্মণ
প্যালেস কম্পাউণ্ড।

উৎসর্গ পত্র।

শ্রীকরকমলে—

মহানুভব দর্শকবৃন্দ সমীপে বিনীত নিবেদন,—

এই ক্ষুদ্র নাটকটী আপনাদের উদ্দেশ্যে আপনাদের করকমলে উৎসর্গ করা গেল। যদিও আমরা জানি এই ক্ষুদ্র নাটকটী আপনাদিগের করকমলে উৎসর্গ করার উপযুক্ত হয় নাই, তবুও সাহস করিয়া আপনাদিগের করকমলে উৎসর্গ করা গেল!

আমাদের এই দুঃসাহসের কারণ, আমরা জানি যে, আমাদের এই প্রথম রচনা এ কথা আপনারা জানিলে আমাদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করিবেনই।

এই নাটকটীর মূলভাগ ঐতিহাসিক; আমরা ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস "রাজমালা" হইতে এই নাটকের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি; এবং যতদূর সম্ভব ঐতিহাসিক ভাব রাখার চেষ্টা করা গিয়াছে। প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে দুই স্থানে প্রকৃত পাবর্বতীয় হালাম ও লুসাই ভাষ ব্যবহার করা হইয়াছে।

যদি কোন দিন এই ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক আমাদের আনন্দের নাটকটী কোন রঙ্গ মঞ্চে অভিনীত হয়, তাহা হইলে সীমা থাকিবে না এবং আমরা আশাকরি আপনারা নিজগুণে নাটকটীর দোষ ইত্যাদি লইবেন না।

যদিও আমাদের এই ক্ষুদ্র উৎসর্গ-পত্রটী আপনাদের মধ্যে অনেককে দেখাইতে আমাদের ভাগ্যে ঘটিবে না, তবুও আমরা যদি এই উৎসর্গ পত্রটী একাগ্র চিত্তে চিন্তা করি এবং পৃথিবীতে যদি "মনে মনে যোগ" (Telepathi) বলিয়া কোন জিনিষ থাকে, তাহা হইলে আপনারা কিছু না কিছু মনে অনুভব করিতে পারিবেনই।

আপনাদের নিকট আমাদের শেষকালে কয়েকটী প্রার্থনা আছে।

যথাঃ—(১) কমলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে
শশিকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে।
ইতি বিধির্বিদধে রমণী মুখং
ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ॥

ভারতীয় কবি-সম্রাট কালিদাসের এই কবিতাটী স্মরণ করিয়া আমাদের প্রথম চেষ্টা বলিয়া নিজগুণে দোষ গ্রহণ করিবেন না।

(২) অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে উৎসাহ দিবেন।

(৩) আনপাদের শুভ-ইচ্ছা, ইতি—।

আগরতলা
২০শে আশ্বিন, ১৩৩৬ ত্রিং। } বিনীত অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী,
ত্রিপুর নাট্য-সম্মিলনীর সভ্যগণ

চরিত্র ।

পুরুষগণ ।

বিজয় মাণিক্য	... ...	ত্রিপুরার মহারাজা।
অনন্ত দেব	... ...	ঐ পুত্র (যুবরাজ), পরে ত্রিপুরার মহারাজা অনন্ত মাণিক্য।
গোপীপ্রসাদ	... ...	একজন গরীব ত্রিপুর ক্ষত্রিয়, পরে ত্রিপুরার সেনাপতি ও মহারাজ উদয় মাণিক্য।
রায় রুদ্র প্রতাপ	... ...	ত্রিপুরার সেনাপতি।
অমর দেব	... ...	বিজয় মাণিক্যের ভ্রাতুষ্পুত্র, পরে ত্রিপুরার মহারাজা অমর মাণিক্য।
চন্তাই	... ...	চতুর্দ্দশ দেবতার পুজারী।
জয়দেব	... ...	গোপীপ্রসাদের পুত্র, পরে ত্রিপুরার মহারাজ জয় মাণিক্য।
রঙ্গনারায়ণ	... ...	গোপীপ্রসাদের শ্যালক ও সেনাপতি
সমরজীত	... ...	রঙ্গনারায়ণের ভ্রাতা।
মধুমল্ল ও অক্ষয়মল্ল	... ...	মালী সর্দ্দারগণ।
সুরমণি বৈদ্য	... ...	বৈদ্য।
বলী ভীম	... ...	অমরের সেনাপতি।
জয়ন্তীয়া রাজ	... ...	জয়ন্তীয়ার রাজা।
জয়ন্তীয়া সেনাপতি	...	ঐ সেনাপতি।

দরবারিগণ, সর্দ্দারগণ, বিনন্দিয়াগণ, হুজুরীয়াগণ, ইয়ারগণ, ব্রাহ্মণ, ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

জয়াবতী	... ...	গোপীপ্রসাদের কন্যা, পরে অনন্ত মাণিক্যের স্ত্রী ত্রিপুরার মহারাণী।
কমলাবতী	... ...	উদয় মাণিক্যের রক্ষিতা।
গোপীপ্রসাদের স্ত্রী	...	জয়াবতীর মাতা।
		সখীগণ, নর্ত্তকীগণ, দেববালাগণ, দাসীগণ, বাইজী ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা।

"জয় স্বাধীন ত্রিপুরা"

—১—

জয় ত্রিপুর, জয় ত্রিপুর, জয় স্বাধীন ত্রিপুরা।
জয় পরমারাধ্য মাতৃ-ভূমি, জয় স্বাধীন ত্রিপুরা॥
জয় মা ত্রিপুরা সুন্দরী, জয় মা ত্রিপুরা সুন্দরী,
জয় মা ত্রিপুর সুন্দরী,
জয় স্বাধীন ত্রিপুরা॥
জয় হরো মা হরি মা বাণী, কুমারো গণপা বিধিঃ॥
ক্ষ্মাব্ধি গঙ্গা শিখী কামো হিমাদ্রিশ্চ চতুর্দ্দশঃ।
জয় স্বাধীন ত্রিপুরা॥
জয় মোদের চন্দ্রবংশ, জয় মোদের ত্রিপুর বংশ,
জয় মোদের মহারাজা।
জয় স্বাধীন ত্রিপুরা॥
জয় মোদের সিংহাসন জয় কপি নিশান,
জয় মোদের ত্রিপুরা।
জয় স্বাধীন ত্রিপুরা॥
জয় স্বাধীন ত্রিপুরা, জয় স্বাধীন ত্রিপুরা,
জয় স্বাধীন ত্রিপুরা॥
(কিলবিতু বীরতা সারমেকম্॥)

— —

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—গোপীপ্রসাদের গৃহ।

ঊনকোটী শিবের জন্য জয়াবতী একটী মালা গাঁথিতেছিল।

জয়াবতী।—(স্বগতঃ) গত রজনীতে নিদ্রাদেবীর কোলে প্রাণের সমস্ত আবেগ ঢেলে দিয়ে বিশ্রাম কচ্ছিলেম, তখন একটি স্বপ্ন দেখি।—কোন এক প্রান্তের একটি গাছের তলায় আমি একাকিনী বসে আছি—তখন চাঁদ উঠে ছিল, আকাশে একটু একটু মেঘও ছিল, চাঁদকে মেঘে মাঝে মাঝে ঢাকছিল ও ছাড়ছিল,—কি সুন্দর সেই প্রান্তর!—তখন একটি সাধু বাবা আমাকে আকাশের দিকে অঙ্গুলী দেখিয়ে বল্লেন, জয়া ঐ দিকে তাকা, ঐ দেখ তোর ভবিষ্যৎ স্বামী, আমি চেয়ে দেখলাম একজন সুন্দর—পরম সুন্দর যুবা পুরুষ। কিছুক্ষণ পরে সেই পুরুষরতন ধীরে ধীরে আমার নিকট আস্‌ল, নিকটে এসে আমায় জয়া বলে ডাক্‌ল, আরও কত কি বল্লো, ঠিক ঐ সময় হঠাৎ ভীষণ ঝড় বহিতে লাগিল—ওঃ—কি ভীষণ ঝড়, যেন প্রলয়ের ঝড়, সেই ঝড়ে দেখতে দেখতে সেই যুবা পুরুষের মাথা উড়ে গেল, আমি তখন ভয়ে সাধু বাবা—সাধু বাবা বলে ডাকলেম। সাধু বাবা আমাকে অঙ্গুলী দিয়ে বহু দুরে দেখিয়ে দিয়ে বল্লেন, জয়া! আর উপায় নাই, ঐ দেখ্‌ছ? আমি তাকিয়ে দেখলেম, আগুন। দেখতে দেখতে সমগ্র প্রান্তরটি আগুনে ধরে

গেল, তখন আমি ভয়ে আবার সাধু বাবা—সাধু বাবা বলে ডাকলেম, তিনি আগুনের দিকে আবার অঙ্গুলী দেখিয়ে কোথায় যে চলে গেলেন, দেখতে পেলেম না। তখন মনে হতে লাগল, সেই ভীষন ঝড় বৃষ্টির সঙ্গে আগুনের যুদ্ধ হচ্ছে। তারপর সেই ভীষণ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী আগুনের সঙ্গে ঝড় বৃষ্টি পারলো না, তখন বোধ হল, ব্রহ্মাণ্ডটি শুকিয়ে গেছে, সব পুড়ে গেছে। তারপর—তারপর কে যেন আমায় টেনে সেই আগুনে ফেলে দিল, সহসা আমার নিদ্রাভঙ্গ হলো। সেই স্বপ্নের কথা মনে হলে, প্রাণ এখনও শিহরে উঠে, নাঃ—আর সে কথা ভাববো না। বেলা হয়ে গেল, এখন যাই আরও কয়েকটী ফুল তুলে উনকোটী বাবার জন্য এই মালাটী শেষ করি গিয়ে।

(প্রস্থান)

(নেপথ্যে অনন্ত দেব)

অনন্ত—কে আছ ? কে আছ ? বড় ক্লান্ত হয়েছি, বড় পিপাসা পেয়েছে, একটু জল দাও, দ্বার খোল।

(গোপীপ্রসাদের প্রবেশ)

গোপী— কে ? কে ? কোন চিন্তা করোনা, এই ঘরে এসে একটু বিশ্রাম কর। (দ্বার খুলিয়া)

(অনন্ত দেবের প্রবেশ)

গোপী—আসুন মহাশয় আসুন, আমি অতি দীন দরিদ্র। আমার এমন সাধ্য নাই যে, অতিথি সৎকার করি, তবে দয়া করে এসেছেন যখন, অনুমতি করুণ, এই দরিদ্রের গৃহে যা দুই একটি ফল আছে এনে দিই। আশাকরি

এই দীন দরিদ্রের আতিথ্য গ্রহণ করে তাহাকে অনুগৃহীত করবেন।

অনন্ত—তোমার সৌজন্যের দান উপেক্ষা করবো না।

গোপী—যে আজ্ঞে—জয়া, জয়া ?

জয়া—(নেপথ্যে) বাবা।

গোপীপ্রসাদ—একজন অতিথি এসেছেন, তাঁর জন্য ফল টল যা আছে নিয়ে আয়। কিছু পানও নিয়ে আয়। বসুন মহাশয়, এখনি আমার মেয়ে ফল টল যা আছে নিয়ে আসচে।

অনন্তদেব—(উপবেশন) আচ্ছা, তোমার নাম কি ?

গোপীপ্রসাদ—আজ্ঞে আমার নাম গোপীপ্রসাদ।

অনন্তদেব—গোপীপ্রসাদ ? তোমার সংসারে কে কে আছে ?

গোপীপ্রসাদ—আজ্ঞে আমার স্ত্রী, আর এক কন্যা ও একটি ছোট ছেলে আছে।

(জয়াবতী একটি থালায় করিয়া কিছু ফল, ও পান ও মালাটী লইয়া প্রবেশ ও অনন্তকে দেখিয়া থমকাইয়া দাড়াইল)

গোপীপ্রসাদ—যাও মা যাও, এমন করে দাড়িয়ে থাকলে তো অতিথি সেবা চলবে না।

(জয়াবতী নরিলনা, গোপীপ্রসাদ জয়াবতীর হাত হইতে ফল ইত্যাদি লইতে যাইতে ছিল, তখন জয়াবতী নিজেই ফল, পান ইত্যাদি অনন্তর সম্মুখে ধপাস করিয়া রাখিয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, অনন্ত তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।)

গোপীপ্রসাদ—ছিঃ মা! এমন করে কি অতিথি সেবা করতে হয় ? (অনন্তের দিকে চাহিয়া) অনুগ্রহ করে

কিছু আহার করুন মহাশয়। এ বালিকা, কিছুই বুঝে না।

(অনন্ত আহার করিতে লাগিল)

(নেপথ্যে অনুচরগণ)

অনুচর—(নেপথ্যে) বাড়ীতে কে আছ? বাড়ীতে কে আছ?

(গোপীপ্রসাদ দ্বার খুলিয়া দিল, অনুচরগণের প্রবেশ)

অনুচর—এই যে, যুবরাজ মহারাজ, এখানে বসে আছেন।

অনন্তদেব—এই যে, আমিও তোমাদের জন্য এখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে বসে আছি।

গোপীপ্রসাদ—(সভয়ে) ধর্ম্মাবতার, আমি চিন্তে পারিনাই যে আপনি মহারাজ বিজয় মাণিক্যের পুত্র, ত্রিপুরার ভাবী মহারাজা যুবরাজ। যদি আমার কোন অপরাধ হয়ে থাকে আমাকে ক্ষমা করুণ।

(প্রণাম)

অনন্তদেব—না গোপীপ্রসাদ, আমি তোমার অতিথি সেবায় বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছি।

গোপীপ্রসাদ—আয় মা জয়া, ইনি আমাদের যুবরাজ, প্রণাম কর,—কই গো, কই, এস, আজ আমাদের সৌভাগ্য—(গোপীপ্রসাদের স্ত্রীর প্রবেশ) ইনি আমাদের যুবরাজ, আজ আমাদের সুপ্রভাত।

(সকলের প্রণাম)

অনন্তদেব—গোপীপ্রসাদ, এখন তা হলে আসি।

(অনন্ত যাইবার সময় পান ও ফুলের মালা লইল, ও জয়ার দিকে চাহিল জয়া ও চাহিল আবার উভয় মস্তক অবনত করিল। গোপীপ্রসাদ অনন্ত ও তাহার অনুচরের

সহিত চলিয়া গেল। গোপীপ্রসাদের স্ত্রী ও সঙ্গে সঙ্গে একটু গেল।)

জয়াবতী—(স্বগতঃ) এঁকে? কোথায় দেখছি বলে মনে হচ্ছে—হঁা, ঠিক মনে পরছে। গত রাত্রি স্বপ্নে যাঁহাকে দেখছিলাম ইনিই সেই। সেই রূপ, সেই মুখ, সেই চোখ, তার কোন ভুল নাই। তাকে প্রথম দেখেই আমার মন কেমন করে উঠেছিল—না আর ভাববো না।

গোপী স্ত্রী—জয়া মা, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছিস?

জয়াবতী—না মা কিছু না, গত কাল রাত্রে একটি দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম, সেই স্বপ্নেতে আমি এঁকে—যুবরাজকে দেখেছিলাম। (মাথা নীচু করণ)

গোপী স্ত্রী—দূর পাগলী মেয়ে, স্বপ্নের কথা নিয়ে কি এত ভাবতে হয়? নে—যা, ও কিছু নয়। (প্রস্থান)।

জয়াবতী—তাই তো, ভাববো না মনে করি, কিন্তু ভাবনা যেন আমায় চেপে ধরে। যুবরাজকে দেখে মনে হল, যেন অনেক দিনের চেনা, বড় পরিচিত, বড় ঘনিষ্ট! তাঁর, সঙ্গে আমার কি যেনঃ একটি সম্পর্ক রয়েছে। এ কি? তাকে আবার দেখবার জন্ত আমার মন এত পাগল হয়ে উঠছে কেন?

(নেপথ্যে গোপী স্ত্রী)

গোপী স্ত্রী—জয়া—মা—আয়, আর ভাবিসনে, বেলা হয়েছে।

জয়াবতী—আসছি মা—।

গীত ।

আমি ভাল বাসিয়াছি স্বপনে
তোমারে প্রথম দরশে,
শত শত দল অমনি ফুটিল
আমার মানস সরসে ;
যখনি তোমারে হেরিনু পলকে
নূতন ধরণী দেখিনু কুহকে,
জীবনে মরনে ও দুটি চরণ
শরণ লয়েছি হরষে ॥

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

স্থান—কৈলাসহর রাজবাড়ী কক্ষ।

বিজয় মাণিক্য—(স্বগতঃ) আমি সমগ্র পূর্ব্ব বাংলা জয় করে অনেক ধন লুটে এনেছি, আমার রাজ্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, আমার আশা পূর্ণ করিতে আমার আদেশে অনেক নরনারী প্রাণ দিয়েছে, কত শত গ্রামে শ্মশানে পরিণত হয়েছে। তাই আজ নর হত্যার পাপ লঘু করবার জন্য আমার পৈত্রিক তীর্থ উনকোটী শিব দর্শন করিতে এই কৈলাসহরে এসেছি। কিন্তু আমার আশা কি পূর্ণ হইয়াছে? না না, আমার আশা পূর্ণ হয় নাই, পূর্ণ হবেও না। আমার আশা সমগ্র বাংলা দেশে হিন্দু রাজত্ব স্থাপন করা, তাহা আমি পারিলাম কই? মুসলমান আরও বড় হবে, আরও অনেক বৎসর রাজত্ব কর্ব্বে।

বাংলা দেশে হিন্দু রাজত্ব স্থাপন করবার ভার অন্য কোন সময়ে অন্য কোন হিন্দু রাজার উপর ন্যস্ত রহিল, যদি পারে তার নাম হিন্দু ইতিহাসে স্বর্ণ অক্ষরে লেখা থাকবে।

(হুজুরিয়ার প্রবেশ)

হুজুরিয়া—ধর্ম্মাবতার, সাক্ষাত প্রার্থী সেনাপতি রায় রুদ্র প্রতাপ।

বিজয় মাণিক্য—তাকে আসতে বল।

(হুজুরিয়ার প্রস্থান)

(রুদ্রপ্রতাপের প্রবেশ)

বিজয় মাণিক্য—কি সংবাদ রুদ্র? কোন গোলমাল হয়নি তো?

রুদ্র প্রতাপ—ধর্ম্মাবতার, সংবাদ খুবই ভাল।

বিজয় মাণিক্য—বেশ। আচ্ছা, সেই দুষ্টমতি লুসাই সর্দ্দার লাল সুইমা কি এখন পর্য্যন্ত বন্দী হয় নাই? সে মুর্খ, আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছে, সে জানেনা আমি কে?

রুদ্রপ্রতাপ—ধর্ম্মাবতার, লাল সুইমাকে ধরে আনবার জন্য লুসাই সর্দ্দার সে রামভুঙ্গা সাইলোকে ও কুকি সর্দ্দার মুছুইলাল ডার্লংকে হুকুম দেওয়া হইয়াছিল। তাহাদিগকে অধিক যুদ্ধ করিতে হয় নাই, তাহারা লালসুইমাকে বন্দী করিয়াছে, এবং এখানে আনিতেছে।

বিজয় মাণিক্য—আর অন্যান্য সংবাদ কেমন?

রুদ্রপ্রতাপ—ধর্ম্মাবতার, কাইপেং দফার, রুপহাম হালাম সর্দ্দার বিদ্রোহী হইয়াছিল। তাহাকে ধরে আনবার জন্য রিয়াং সর্দ্দার ওয়াখিরায়কে হুকুম দিয়াছিলাম।

এখন রুপহাম নিজেই আসিয়া আমাদের নিকট বন্দী হইয়াছে।

বিজয় মাণিক্য—আর কি সংবাদ?

রুদ্রপ্রতাপ—আছে, খুব ভাল সংবাদ আছে ধর্ম্মাবতার। জয়ন্তিয়া রাজ ও কাছাড় রাজের দূতগণ অনেক হস্তী, ঘোটক ইত্যাদি নজর লইয়া প্রাসাদের দ্বারে উপস্থিত। তাহারা আমাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে।

বিজয় মাণিক্য—বিনা রক্তপাতে কাছাড় ও জয়ন্তিয়া আমার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, ইহা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। আজ বিকালে দরবারে আমি জয়ন্তিয়া ও কাছাড় পতির নজর গ্রহণ করবো। তুমি এখন যাও, উপস্থিত দূতগণের খাওয়া দাওয়া ও বাসস্থানের ব্যবস্থা কর গে।

রুদ্রপ্রতাপ—ধর্ম্মাবতারের আদেশ শিরোধার্য্য।

(প্রস্থান উদ্যত)

বিজয় মাণিক্য—দেখ তাহাদের যেন কোন কষ্ট না হয়, আমার কোন হিন্দু রাজ্যের সহিত যুদ্ধ করবার ইচ্ছা নাই। যাহাতে কাছাড় ও জয়ন্তিয়ার সহিত আমাদের প্রীতি ভাব সর্ব্বদা থাকে, সে চেষ্টা করতে হবে।

(রুদ্রপ্রতাপের প্রস্থান)

(হুজুরিয়ার প্রবেশ)

বিজয় মাণিক্য—কি সংবাদ?

হুজুরিয়া—ধর্ম্মাবতারের আদেশে বিনন্দিয়াগণ যে লোককে

ধরিতে গিয়াছিল, সেই লোককে বিনন্দিয়াগণ হাজির আছে।

বিজয় মাণিক্য—আচ্ছা, এখানে তাকে আনতে বল।

(হজুরিয়ার প্রস্থান)

(গোপীপ্রসাদকে লইয়া বিনন্দিয়াগণের প্রবেশ।
গোপীপ্রসাদ ভয়ে কাঁপিতে ছিল)

বিজয় মাণিক্য—তোমার কোন ভয় নাই, ছেড়ে দাও তাকে।

গোপীপ্রসাদ—ধর্ম্মাবতার, মহারাজ, আমার কোন দোষ নাই, আমার কোন অপরাধ নাই, আমার বড় ভয় হচ্ছে।

বিজয় মাণিক্য—আমি বল্‌ছেছি তোমার কোন ভয় নাই। আমি যখন শীকারে বাহির হয়েছিলাম, তখন দূর হতে দেখি যে তোমাকে একজন ব্রাহ্মণ মারবার জন্য তাড়না কচ্ছে। তখন তোমাকে আমার নিকট আনবার জন্য এই বিনন্দিয়াগণকে পাঠাই। আচ্ছা, তোমাকে সেই ব্রাহ্মণটি মারবার জন্য কেন তাড়না কচ্ছিল?

গোপীপ্রসাদ—ধর্ম্মাবতার, আমার বিশেষ কোন দোষ নাই, আমি তার কুল গাছ হতে দুটি কুল লইয়া ছিলাম, তাতে সে রেগে আমাকে মারতে এসেছিল।

বিজয় মাণিক্য—ও—তাই, আচ্ছা, তোমার অবস্থা কি বড়ই খারাপ, তোমার কি কেও নেই?

গোপীপ্রসাদ—ধর্ম্মাবতার, আমার অবস্থা বড়ই খারাপ। আমার স্ত্রী, একটি কন্যা ও একটি ছোট ছেলে আছে। আমরা সব দিন খেতে পাই না।

বিজয় মাণিক্য—তুমি আমার সঙ্গে থাকতে পার? আমি তোমাকে একটি চাকরী দেব।

গোপীপ্রসাদ—আমার সর্ব্বদা ধর্ম্মাবতারের সেবা করিবার ইচ্ছা ছিল, আজ আমার সেই বাসনা পূর্ণ হয়েছে।

বিজয় মাণিক্য—আচ্ছা, এখন তোমরা যেতে পার।

(বিনন্দিয়াগণ ও গোপীপ্রসাদের প্রস্থান)

বিজয় মাণিক্য—(স্বগত) লোকটির মুখ দেখে মনে হচ্ছে যে, এ ভবিষ্যতে উন্নতির শেষ সীমায় পা দেবে।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—কৈলাসহর রাজবাটী দরবার।

(নজর লইয়া কাছাড় ও জয়ন্তিয়ার দূতগণ সেনাপতি রায় রুদ্রপ্রতাপ অমাত্যগণ ইত্যাদির প্রবেশ) (বিজয় মাণিক্যের প্রবেশ ও সিংহাসনে উপবেশন)

সকলে—জয় মহারাজ বিজয় মাণিক্যের জয়। (৩ বার)

রুদ্রপ্রতাপ—মহারাজের আদেশ হইলে দরবার আরম্ভ হইতে পারে।

বিজয় মাণিক্য—দরবার আরম্ভ কর।

রুদ্রপ্রতাপ—দরবারীগন, পঞ্চশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর আজ সন্তুষ্ট হইয়া, কাছাড় ও জয়ন্তিয়ার নজর গ্রহণ করিতে স্বয়ং দরবারে উপস্থিত হয়েছেন। কাছাড় ও জয়ন্তিয়ার সঙ্গে এ পক্ষের কোন শত্রুতা নাই, এবং উক্ত দুই রাজত্বের সঙ্গে এরাজ্যের (সকলের বাঞ্ছনীয়) প্রীতিভাব আমরা আশা করি সর্ব্বদা চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে।

কাছাড়-দূত—পঞ্চশ্রীযুত মহারাজাধীরাজ বিজয়মাণিক্য দেব ত্রিপুরেশ্বর কৈলাসহরে শুভাগমন করিয়াছেন শুনিয়া,

আমার প্রভু পঞ্চশ্রীযুত কাছাড় রাজ ত্রিপুরেশ্বরের উপযুক্ত সম্মান করা কর্ত্তব্য মনে করিয়া কিছু নজর পাঠাইয়া দিয়াছেন। তিনি আশা করেন, ত্রিপুরেশ্বর অনুগ্রহপূর্ব্বক এই ক্ষুদ্র নজর গ্রহণ করিবেন।

জয়ন্তিয়া-দূত—আজ আমাদের সৌভাগ্য যে পঞ্চশ্রীযুত মহারাজ বিজয় মাণিক্য দেব বাহাদুর নজর গ্রহণ করিবার জন্য স্বয়ং দরবারে উপস্থিত হইয়াছেন। আমার অত্যন্ত সৌভাগ্য বলিয়া এ দরবারে আমি যে সম্মান পাইয়াছি, এ কথা আমার প্রভু পঞ্চশ্রীযুত জয়ন্তিয়া রাজ শ্রবণ করিলে বড়ই সন্তুষ্ট হইবেন। আমি তাঁহারই আদেশে এই ক্ষুদ্র নজরলইয়া আজ ত্রিপুর দরবারে হাজির হইয়াছি, এবং তিনি ত্রিপুরেশ্বরকে তাঁহার উপযুক্ত সম্মানসহ নমস্কার জানাইতে আদেশ করিয়াছেন।

(উভয় দূতকর্ত্তৃক নজর প্রদান)

বিজয় মাণিক্য—দূতগণ, তোমাদের ব্যবহারে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছি এবং তোমাদের রাজাদের সহিত আমার এই যে বন্ধুত্ব ভাব হইয়াছে, আমি আশা করি ইহা কখনও নষ্ট হইবে না। সেনাপতি রুদ্রপ্রতাপ, আমার প্রীতি নিদর্শনস্বরূপ, কাছাড় ও জয়ন্তিয়া রাজকে দশটী করিয়া বঙ্গদেশীয় অশ্ব ও পাঁচটী করিয়া হস্তী পাঠাইয়া দিবে। ইহা ভিন্ন স্বর্ণ ও রৌপ্যের দ্রব্যাদিও

কিছু দিবে। এবং দূতগণকে উপযুক্তরূপে বিদায় দিবে। (দূতগণের প্রতি) দূতগণ! তোমাদের রাজাদিগকে বলো, এপক্ষের সকলেই কুশলে আছেন।

(দূতগণের প্রস্থান ও লালছুইমা ও রূপহামকে লইয়া বিনন্দিয়াগণের প্রবেশ।)

বিজয় মাণিক্য—এই দুই মূর্খবুদ্ধি আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিল। (রূপহামকে দেখাইয়া) রুদ্রপ্রতাপ, একে জিজ্ঞাসা কর, আমার নিকট এর কিছু বলবার আছে কি না।

রুদ্রপ্রতাপ—মহারাজের নিকট বলবার তোমার কিছু থাকলে বলিতে পার।

রূপহাম—বুবাগ্রা। মহারাজ নি থানি আনি কক্ ছানানি কুছু কুরুই। আং মহারাজ নি থানি দয়া নাইও। আনি হাম্যা বুদ্ধি অংমানি বাগৈ, মহারাজনি বিরুদ্ধে আং বিরুদ্ধ নাং খা। আনি চৌদ্দপুরুষ মহারাজ নি কক্ মানিঐ ফাইকা, তাবুক হাম্যা বুদ্ধি অংমানি বাগই, মহারাজ তাবুক আন ক্ষমা রুদি (প্রণাম)।

বিজয় মাণিক্য—আচ্ছা, একে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। (লালছুইমাকে দেখাইয়া) রুদ্রপ্রতাপ, এরও কিছু বলবার আছে কি না ?

রুদ্রপ্রতাপ—বল, তোমার যদি কিছু বলবার থাকে বল।

লালছুইমা—মহারাজ রাংপুই, কা ডাম চুঙ্গ রিলো তে আন ই চুাঙ্গ অঁ্যা ক্যা থেই তপ্ ইন্ কা বেইয়া। তুনা কা থিল তি ডিক্লো কালৌ হ্রেতা। ই জা অম্না আ ভ্যাঙ্গিন ই মি আঙ্গাই ডাম কা বে চ্যেই।

বিজয় মাণিক্য—আচ্ছা আমি একেও ক্ষমা করিলাম। সেনাপতি রুদ্রপ্রতাপ, এখন দরবার ভঙ্গ করা হউক।

(দণ্ডায়মান)

সকলে—জয় মহারাজ বিজয় মাণিক্যের জয়। (৩ বার)

১ম অঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

স্থান—রাঙ্গামাটি রাজ বাড়ী দরবার কক্ষ

গোপীপ্রসাদ—উন্নতি, উন্নতি, উন্নতি, আর কত উন্নতি, বড়, বড় বড় আর কত বড়। কি ছিলেম, আর এখন কি হলেম। ছিলেম একজন নগণ্য অপরিচিত দরিদ্র, আর এখন একজন প্রবল পরাক্রান্ত, সকলের পরিচিত ত্রিপুরার প্রধান সেনাপতি সুবা। আজ এরাজ্যের লোক আমাকে দেখলে ভয় পায়, আমাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করে, তার কারণ আমি ত্রিপুরা রাজ্যের সেনাপতি সুবা এবং প্রবল পরাক্রান্ত ত্রিপুরেশ্বর বিজয় মাণিক্যের দক্ষিণ হস্ত, পরম বিশ্বাসভাজন সেনাপতি। আমার অদৃষ্টের কথা ভাবলে, আমি নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে যাই। কিন্তু প্রাণের আশা যে তবুও মিটে না, হৃদয়ের ভিতর হতে কে যেন বলে "আশা বৈতরণী নদী"

গোপীপ্রসাদ, আরও বড় হও, আরও বড় হও, আরও বড় হও। সে আজ অনেক দিনের কথা, আমি যখন চাকরীতে প্রথম নিযুক্ত হই, তখন মনে আশা হল আর একটু বড় হওয়ার, হলেম মহারাজার আব্দার খানার বরুয়া, আমার পাকে মহারাজ সন্তুষ্ট হয়ে, আমাকে আব্দার খানার মশনদার করলেন, তখন মনে হল, আমার আশা পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু কে যেন আমার কাণে কাণে বল্লে, গোপীপ্রসাদ আরও বড় হও। মহারাজকে বলে সৈনিক বিভাগে ভর্ত্তি হলেম, তার পর সেই চট্টগ্রামের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে আমার বীরত্ব দেখে, ত্রিপুরেশ্বর আমাকে নারায়ণ উপাধি দিলেন। তার পর ক্রমশঃ সেনাপতি, এবং প্রধান সেনাপতি সুবা হলেম, কিন্তু এখনও কে যেন আমায় বলছে আরও বড় হও, আমার চতুর্দ্দিকের দেয়ালগুলি যেন বিদ্রুপের হাসি হেসে বলছে, গোপীপ্রসাদ তুমি বড় ছোট, বড় নগণ্য, তুমি আরও উচ্চে উঠিবার চেষ্টা কর, আরও বড় হইবার চেষ্টা কর। তাই তো, আর কি চেষ্টা কর্‌ব, রাজা? না না—এ কথা ভাবতেও পাপ; এ ভাব হৃদয় হতে মুছে ফেলে দেওয়া উচিত—কিন্তু,—তবু—

(রুদ্রপ্রতাপের প্রবেশ)

রুদ্রপ্রতাপ—কি সেনাপতি, একা একা এত কি ভাবছ?

গোপীপ্রসাদ—না—কিছু না—কিছু না।

রুদ্রপ্রতাপ—আচ্ছা বল্‌তে পার হঠাৎ মহারাজ কেন দরবার আহ্বান করলেন। আমি ত এর কারণ খুজে পাচ্ছি না।

গোপীপ্রসাদ—আমি তোমায় এর কারণ জিজ্ঞাস করব ভাব-ছিলেম। নাঃ—আমি কিছুই ঠিক করতে পাচ্ছি না।

রুদ্রপ্রতাপ—তাই তো, নিশ্চই কোন জরুরী কার্য্য হবে, তা না হলে মহারাজ হঠাৎ দরবার আহ্বান করতেন না।

(১ম ও ২য় দরবারীর প্রবেশ)

১ম দরবারী—এই যে সুবা সাহেব। এই দরবারের কারণ কি? কোন জরুরী বিষয় আছে নাকি?

গোপীপ্রসাদ—আমি ভাই কিছু বুঝতে পারছি না।

২য় দরবারী—তাই তো, নিশ্চই কোন জরুরী কার্য্য আছে।

(৩য় ও ৪থ দরবারীর প্রবেশ)

৩য় দরবারী—এই যে সেনাপতি বাহাদুর। কি সংবাদ সেনাপতি! কোন গোলমাল টোলমাল না তো? সব ঠিক আছে তো?

৪র্থ দরবারী—বলি কোন জরুরী কার্য্য নাকি? আমি যেই খেতে বসেছি, অমনি হুজুরিয়ার অত্যাচার; আরে বাবা, ডাকের উপর ডাক, ' মহারাজের তলব, দরবার হবে।

রুদ্রপ্রতাপ—আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না, ভাল কি মন্দ তাও বলতে পারবো না।

(চোপদারগণের প্রবেশ)

চোপদার—পঞ্চশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, সেলামৎ।

(বিজয় মাণিক্যের প্রবেশ ও সিংহাসনে উপবেশন)

সকলে—জয় মহারাজ বিজয় মাণিক্যের জয়।

বিজয় মাণিক্য—শুন সেনাপতি রুদ্রপ্রতাপ, সুবা গোপীপ্রসাদ ও দরবারীগণ। আজ আমি একটি ভীষণ লজ্জাষ্কর সংবাদ শ্রবণ করে, দরবার আহ্বান করেছি। এই লজ্জাষ্কর সংবাদটি এত অপমানজনক যে, আমি নিজে ইহা দরবারে ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করিতেছি না। এই সংবাদ আমার, তোমাদের, আমার পূর্ব্ব পুরুষের, এবং সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের অপমানজনক হইয়াছে; আমি এই অপমানসূচক সংবাদ শ্রবণ করে স্থির থাকিতে পারিতেছি না। আমি জানি এ সংবাদ তোমরা বিস্তারিতভাবে শ্রবণ করিলে তোমরাও স্থির থাকিতে পারিবে না, এইরূপ অপমানজনক সংবাদ শ্রবণ করে কোন ক্ষত্রিয় সন্তান স্থির থাকিতে পারে না। (হুজুরিয়ার প্রতি) যাও, সেই ব্রাহ্মণকে এখানে নিয়ে এস।

(হুজুরিয়ার প্রস্থান ও ব্রাহ্মণকে লইয়া প্রবেশ)

বিজয় মাণিক্য—দরবারিগণ, আমি এই ব্রাহ্মণের নিকট হ'তে সেই অপমানজনক সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি। (ব্রাহ্মণের প্রতি) ব্রাহ্মণ! দরবারে তোমার সংবাদ ব্যক্ত কর, তোমার কোন ভয় নাই।

ব্রাহ্মণ—ধর্ম্মাবতার! আমি আপনার প্রজা, আমি আপনার রাজ্যে বড় সুখ শান্তিতে বাস করিতেছি, আমি কয়েকমাস পূর্ব্বে কোন কারণে জয়ন্তিয়াতে যাই, সে স্থানে যাইয়া

আমি শ্রবণ করি যে, জয়ন্তিয়া রাজ নাকি প্রকাশ করিয়াছেন যে, ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ বিজয় মাণিক্য কৈলাসহর অবস্থান কালে, জয়ন্তিয়া পতির বশ্যতা স্বীকার করে জয়ন্তিয়া রাজকে অনেক হস্তী, অশ্ব ও অলঙ্কারাদি নজর প্রেরণ করিয়াছেন; এই অপমানজনক সংবাদ শ্রবণ করিয়া, আমি স্থির থাকিতে পারি নাই, এবং আমার কর্ত্তব্য মনে করিয়া পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজের নিকট গোচর করিয়াছি।

গোপীপ্রসাদ—ধর্ম্মাবতার, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমরা বড়ই অপমান বোধ করিতেছি। এখন যাহা হউক একটা কিছু স্থির করা কর্ত্তব্য।

রুদ্রপ্রতাপ—দরবারিগণ! আপনাদের কি মত?

দরবারিগণ—এ সংবাদে আমরা বড়ই অপমান বোধ করিয়াছি। এখন যুদ্ধ ভিন্ন আর উপায় নাই।

বিজয় মাণিক্য—আমারও তাহা মত, এখন আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইবে। যুদ্ধ করিয়া জয়ন্তিয়া পতিকে দেখাতে হবে যে, ত্রিপুরা জয়ন্তিয়ার মত ক্ষুদ্র রাজ্যকে অনায়াসে ধ্বংস করিতে পারে। জয়ন্তিয়া হিন্দু রাজত্ব, তাই ত্রিপুরা এতদিন পর্য্যন্ত তাহার উপর অস্ত্র ধারণ করে নাই, কিন্তু এখন দেখিতেছি, হিন্দুর মধ্যে একতা হওয়া বহু দূরের কথা। সুবা গোপীপ্রসাদ, তুমি অবিলম্বে পঁচিশ হাজার সৈন্য লইয়া জয়ন্তিয়া আক্রমণ কর। দেখো ত্রিপুরার গৌরবের যেন হানি না হয়। জয়ন্তিয়াকে দেখিয়ে দিতে হবে, একজন ত্রিপুর সৈন্য, দুইজন জয়ন্তিয়া সমতুল্য।

গোপীপ্রসাদ—ধর্ম্মাবতারের আদেশ শিরোধার্য্য। (প্রস্থান উদ্যত)

বিজয় মাণিক্য—থাম গোপীপ্রসাদ, পঁচিশ সহস্র ত্রিপুর কিম্বা বাঙ্গালী সৈন্য প্রেরণ করে আমাদের অপমানের উপযুক্ত প্রতিশোধ হবে না। (হুজুরিয়াকে) যাও মধুমল্ল ও অক্ষয়মল্লকে ডেকে আন।

(হুজুরিয়ার প্রস্থান)

(মধুমল্ল ও অক্ষয়মল্লের প্রবেশ—উভয়ে প্রণাম করিল।)

উভয়ে—ধর্ম্মাবতারের জয় হউক।

বিজয় মাণিক্য—দেখ মল্ল সর্দারগণ তোমরা আমার অত্যন্ত বিশ্বস্ত মল্ল সরদার। আমার আদেশে এখনি তোমরা পনের সহস্র কোদালী মালী সৈন্য লইয়া জয়ন্তিয়া আক্রমণ কর। আমি জানি তোমাদের আক্রমন রোধ করিতে পারে, এমন সৈন্য জয়ন্তিয়াপতির নাই।

উভয়ে—ধর্ম্মাবতারের আদেশ আমরা প্রাণপণে পালন করবো। জয় পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজ বিজয় মাণিক্যের জয়। (২বার)

(প্রস্থান)

বিজয় মাণিক্য—যাও গোপীপ্রসাদ, দরকারী বন্দোবস্ত কর। কোদাল, খন্তা ইত্যাদি কোন অস্ত্রের যেন অভাব না হয়।

গোপীপ্রসাদ—ধর্ম্মাবতারের আদেশ শিরোধার্য্য। (প্রস্থান)

বিজয় মাণিক্য—এখন দরবার ভঙ্গ করা হউক। (প্রস্থান)

সকলে—জয় মহারাজ বিজয় মাণিক্যের জয়। (২ বার)

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

স্থান—জয়ন্তিয়া রাজ বাড়ী ।

(জয়ন্তিয়া রাজ ও সহচরগণ ।)

জয়ন্তিয়া রাজ—কই, নর্ত্তকী কই, বোলাও নর্ত্তকীকে, কিছু নাচ গান চলুক ।

১ম সহচর—আন আন, ডেকে আন, কোথায় নর্ত্তকী, কোথায় বাইজী সাহেবা, একটুক ফুর্ত্তি, টুর্ত্তি না হলে কি চলা যায় ?

(বাইজী ও সঙ্গীগণের প্রবেশ)

২য় সহচর—এই যে এই যে, বাইজী সাহেবা । বেশ বেশ, ভাল দেখে একটা গান ধর । যাতে আমাদের হুজুর সন্তুষ্ট হতে পারেন. বুঝেছ ?

বাইজীর গীত ।

দিলমে কাটারী মারী কাঁহা গিয়া পিয়ারে
পল পল করি বয়ব গ.জারী হায়রে ।
রোয়ত রোয়ত লালি আঁকিয়া,
ঢুরে ঢুরে মরি কাঁহা গেও মেরা পিয়া,
কিসনে ছিন লিয়া বেইমানি কিয়া,
নয়ন কি রোশনী মেরী পিয়াজান ম্যারারে ।

(বেগে জয়ন্তিয়া সেনাপতির প্রবেশ)

জয়ন্তিয়ারাজ—আচ্ছা, তোমরা এখন যাও ।

(বাইজী ও সঙ্গীগণের প্রস্থান ।

কি সেনাপতি, কোন সংবাদ আছে নাকি ?

সেনাপতি—ভয়ানক সংবাদ হুজুর, ভয়ানক সংবাদ।
ত্রিপুরার মহারাজ জয়ন্তিয়া দখল করার জন্য এক বিশাল বাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছেন।

১ম সহচর—ওঃ বাবা, তাই নাকি! তাহলে এখনি আমাদের তল্পি তল্পা বাঁধতে হবে, ত্রিপুরা আসতেছে যখন, আগেই মানে মানে সরে পড়া উচিত।

২য় সহচর—এ্যাঁ—এ্যাঁ তাই তো—তাই তো, আমরা যাব কোথা, হুজুর তাহলে এখন আমরা আসি।

(উভয়ের প্রস্থান।)

জয়ন্তিয়া রাজ—এখন উপায় কি সেনাপতি, আমাদের যে সর্ব্বনাশ হবে। ত্রিপুরাগণ এখন কোথায়?

সেনাপতি—ত্রিপুরাগণ এখন বরাক নদীর পাড়ে শিবির করিয়াছে। আর একটি লজ্জাস্কর সংবাদ আছে হুজুর। ত্রিপুরার মহারাজ আমাদের বিরুদ্ধে কোন ক্ষত্রিয় বা অন্য কোন সৈন্য প্রেরণ না করে, কোদালী মালী সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন এবং—

জয়ন্তিয়া রাজ—থাক থাক, আর বলো না সেনাপতি, আর বলো না। এই অপমান জনক সংবাদ শ্রবণ করবার আমার আর ইচ্ছা নাই। এখন আমাদিগকে যুদ্ধ করতে হবে, যুদ্ধ করতে হবে।

সেনাপতি—যুদ্ধ করে কি হবে হুজুর, যুদ্ধ করে কিছু হবে না, লাভের মধ্যে জয়ন্তিয়া ভস্মীভূত হয়ে যাবে, জয়ন্তিয়া ছারখার হয়ে যাবে।

জয়ন্তিয়া রাজ—না সেনাপতি, আমরা ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় কোন দিন

যুদ্ধ না করে এমনি পরাজয় স্বীকার করে না। আমাদিগকে যুদ্ধ করতে হবে।

সেনাপতি—হুজুর, আমাদের বিরুদ্ধে, আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যদি কোন ক্ষত্রিয় সৈন্যদল আসতো, তাহলে আমরা যুদ্ধ করতাম। পরাজিত হলেও বিশেষ কোন লজ্জার কারণ থাকতো না। কিন্তু আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যে মালী কোদালী সৈন্য এসেছে, তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাজিত হয়ে আমাদের আর মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না।

জয়ন্তিয়া রাজ—তুমি ঠিক বলছে সেনাপতি, তা হলে এখন আমাদের উপায় কি? (চিন্তিত হওন)

সেনাপতি—তাই তো হুজুর, উপায় তো কোন দেখছি না।

জয়ন্তিয়া রাজ—কাছাড় রাজ্যের সাহায্য ভিন্ন আমাদের আর উপায় নাই। আমাদের অবস্থা বিস্তারিতভাবে কাছাড় রাজকে পত্র দ্বারা অবগত করাতে হবে। এস, এখানে দাড়িয়ে আর সময় নষ্ট করা উচিত নহে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—রাঙ্গামাটী রাজবাটীর কক্ষ।

(বিজয় মাণিক্য একাকী পদচালনা করিতে করিতে)

বিজয় মাণিক্য—(স্বগত) তাইতো, এত সন্দেহ হচ্ছে কেন, কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিনা কেন? আমায় কে

যেন বলছে এ তোমার বংশের সর্ব্বনাশ করবে, একে তাড়িয়ে দাও। তাইতো, না না—আর কিছু ভাববোনা এ একটা মনের দুর্ব্বলতা মাত্র। আমি ভুলে যাচ্ছি গোপীপ্রসাদ আমার একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি, সে কেন বিশ্বাস ঘাতকতা করবে? সে কেন আমার সর্ব্বনাশ করবে? আমি তাকে মানুষ করেছি, আমি তার মৃতবৎ প্রাণে নব প্রাণ দিয়েছি, তার যা সব আমা হতে। ছিঃ ছিঃ, সে কেন বিশ্বাস ঘাতক হবে, তবুও? তবুও আমার সন্দেহ হচ্ছে, বড় সন্দেহ হচ্ছে। তাকে ভয়—ভয়? বিজয় মাণিক্যের আবার ভয়? গোপীপ্রসাদকে বিজয় মাণিক্য ভয় করবে? বিজয় মাণিক্য কাহাকেও ভয় করেনা। কিন্তু—কিন্তু—মানুষ তো অমর নহে, আমি তো চিরকাল বেঁচে থাকবো না, আমার মৃত্যুর পর আমার ছেলে অনন্ত, তার উপায় হবে কি? অনন্ত যে বড়ইদুর্ব্বল, বড়ই সরল, সে যে কিছুই বুঝেনা, বুঝতে পারবেও না। তাইতো আমায় বড় চিন্তায় ফেল্লে। (চিন্তা)—নাঃ—এর একটি মাত্র উপায় আছে, গোপীপ্রসাদের কন্যার সহিত অনন্তের বিবাহ দেওয়া, তাহলে হয়তো গোপীপ্রসাদ জামাতা বলে মমতা করতে পারে, অন্ততঃ গোপীপ্রসাদ কর্ত্তৃক তার প্রাণের আশঙ্কা থাকতে পারে না, এই এক উপায়, আর উপাই নাই।

(হুজুরিয়ার প্রবেশ)

হুজুরিয়া—ধর্ম্মাবতার সুবা গোপীপ্রসাদ মহারাজের সাক্ষাত প্রার্থী।

বিজয় মাণিক্য—গোপীপ্রসাদ! গোপীপ্রসাদ। আচ্ছা তাকে আসতে বলো।

(হুজুরিয়ার প্রস্থান ও গোপীপ্রসাদের প্রবেশ ও প্রণাম)

বিজয় মাণিক্য—কি সংবাদ গোপীপ্রসাদ, তোমার মুখ দেখে সুসংবাদ বলে মনে হচ্ছে।

গোপীপ্রসাদ—ধর্ম্মাবতার সংবাদ ভাল—খুবই ভাল।

জয়ন্তিয়া—

বিজয় মাণিক্য—জয়ন্তিয়া! অনেক দিন ধরে এ বিষয় কোন সংবাদ না পাওয়ায়, বড়ই চিন্তিত ছিলাম, আমি আশাকরি, ত্রিপুর সৈন্যগণ কর্ত্তৃক জয়ন্তিয়া রাজকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হইয়াছে।

গোপীপ্রসাদ—ধর্ম্মাবতার, আমাদিগের যুদ্ধ করতে হয় নাই। মালী সৈন্যের দ্বারা ত্রিপুরেশ্বর জয়ন্তিয়া জয় করবার ইচ্ছা করেছেন শুনিয়া, জয়ন্তিয়া রাজ বড়ই অপমান বোধ করেছিলেন এবং ভয় পেয়ে ছিলেন। তারপর জয়ন্তিয়া রাজ কাছাড় রাজকে জয়ন্তিয়া রক্ষা করবার জন্য অনুরোধ করে পাঠান এবং কাছাড় রাজ জয়ন্তিয়া রাজকে ক্ষমা করবার জন্য ধর্ম্মাবতারকে অনুরোধ পত্র লেখেন, সেই পত্রের উত্তরে ত্রিপুর দরবার হতে কাছাড় রাজকে পত্র লেখা হয় যে, যত দিন জয়ন্তিয়া রাজ লিখিতভাবে দূত মারফতে ক্ষমা চাহিবেন না ও ত্রিপুরেশ্বরকে উপযুক্ত নজর প্রেরণ করবেন না, ততদিন ত্রিপুরেশ্বর জয়ন্তিয়া রাজকে ক্ষমা করবেন না ও ত্রিপুরার মালী বাহিনী জয়ন্তিয়া আক্রমন হতে বিরত হবে না। এসবই

ধর্ম্মাবতারের জানা আছে, তারপর আমাদের মালী-বাহিনী জয়ন্তিয়া আক্রমণ করবার জন্য অগ্রসর হতে থাকে, কিন্তু তাহাদিগকে বেশী কিছু করতে হয় নাই। জয়ন্তিয়া রাজ ভয়ে ত্রিপুর দরবারের কথামত ক্ষমা পত্রসহ দূত প্রেরণ করেছেন ও অনেক মূল্যবান দ্রব্যাদি নজর প্রেরণ করেছেন। জয়ন্তিয়া দূতগণ কয়েক দিনের মধ্যে এখানে এসে পৌছবে।

বিজয় মাণিক্য—এ সংবাদ বড়ই ভাল গোপীপ্রসাদ, আমি আশাকরি আমার নিকটস্থ অন্যান্য রাজাগণ আমাকে অপমান করতে আর সাহস পাবেনা। যাক্! এতো হলো তোমার সুসংবাদ এবং আমি শ্রবণ করলেম। এখন তোমার পালা, তোমাকে এখন আমার নিকট হতে একটি সুসংবাদ শুনতে হবে।

গোপীপ্রসাদ—কি সুসংবাদ ধর্ম্মাবতার! আজ এ সেবকের সুপ্রভাত, তা না হলে কি ধর্ম্মাবতারের নিকট হতে তাহার সুসংবাদ শ্রবণ করবার সৌভাগ্য ঘটে!

বিজয় মাণিক্য—গোপীপ্রসাদ তোমার কন্যাটী বড় সুন্দরী আমার বড়ই সাধ যে, আমার ছেলে অনন্তের সহিত তোমার কন্যার বিবাহ হয়। আশাকরি এতে তোমার কোন আপত্তি হবে না।

গোপীপ্রসাদ—এতে কি আমার কোন আপত্তি হতে পারে ধর্ম্মাবতার! আমার পরম সৌভাগ্য বলেই আজ আমার কন্যার পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজ বিজয় মাণিক্য দেব বাহাদুরের পুত্র ত্রিপুরার ভাবী মহারাজ যুবরাজের সহিত বিবাহ হবে। এতে আমার কোন আপত্তি

নাই ধর্ম্মাবতার। আজ আমি প্রাণের আনন্দ ব্যক্ত করতে কোন ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

বিজয় মাণিক্য—বেশ! তাহলে তুমি শীঘ্রই আমার বেয়াই হবে। এখন, শুভস্য শীঘ্রং, বিবাহটা যত শীঘ্র হয় ততই ভাল। চল গোপীপ্রসাদ বন্দোবস্ত ইত্যাদি করিগে।

গোপীপ্রসাদ—ধর্ম্মাবতারের জয় হউক।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

স্থান—রাঙ্গামাটী দরবার কক্ষ।

(অনন্ত দেব, গোপীপ্রসাদ ও সভাসদগণ)

গোপীপ্রসাদ—ত্রিপুর-কুলরবি প্রবল-প্রতাপান্বিত মহামহিমান্বিত স্বর্গীয় মহারাজাধিরাজ বিজয় মাণিক্য দেববর্ম্মণ বাহাদুরের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র মহারাজ অনন্ত মাণিক্য বাহাদুরই আমাদের প্রভু ও দণ্ডমুণ্ডের মালীক। যদিও আমরা আমাদের স্বর্গগত প্রভুর জন্য বড়ই মনকষ্টে আছি, তবুও আজ আমাদের নবীন প্রভুর শুভ অভিষেকের দিন বলে, এই দুঃখের মধ্যেও আনন্দ হইতেছে। আমরা সকলেই আশা করি, আমাদের নবীন ভূপতি তাঁহার স্বর্গগত পিতার ন্যায় ত্রিপুরার গৌরব বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। আপনারা সকলেই বলুন জয় মহারাজা অনন্ত মাণিক্যের জয়।

সকলে—জয় মহারাজা অনন্ত মাণিক্যের জয়।

(জয়ধ্বনি ৩ বার)

অনন্ত মাণিক্য—দরবারিগণ, আমার পিতৃদেবের মৃত্যুর পর আমার উপর যে দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা আমি সর্ব্বদা পালন করিতে চেষ্টা করিব; এবং আমি আশা করি, আমার শ্বশুরদেব সেনাপতি গোপীপ্রসাদ দেব সুবা বাহাদুরের ও অন্যান্য সেনাপতিগণের সাহায্যে ত্রিপুরার গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারিব। আজ আমার শ্বশুর সেনাপতি গোপীপ্রসাদ দেব বাহাদুরকে প্রধান সেনাপতি সুবার পদে ও উজিরের পদে, সেনাপতি রুদ্রপ্রতাপ রায়কে সহকারী সেনাপতির পদে, শ্রীযুক্ত রামধন বিশ্বাসকে দেওয়ানের পদে, এবং মিঞান মহম্মদ বক্স খানকে খাঁজে খাঁ ফার্সি সেরেস্তাদারের পদে নিযুক্ত করা গেল।

(সকলের একে একে নজর প্রদান, চোপদারগণের সেলামৎ ডাক ও ফুল, চন্দন দেওয়া ■ খুমতাং বাঁধা।)

(অন্যান্য দরবারিগণ নজর প্রদান ও অনন্ত মাণিক্যের প্রস্থান)

সকলে—জয় মহারাজ অনন্ত মাণিক্যের জয়। (সকলের জয়ধ্বনি)

(গোপীপ্রসাদ ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

গোপীপ্রসাদ—(স্বগত) এত দিনে আমার আশা পূর্ণ হবার সময় নিকট হয়ে এসেছে, এত দিনে আমার আরও

■ ইহা ত্রিপুরার একটি প্রাচীন প্রথা। কলা বাসনাও ফুল দিয়া মালা গাঁথিয়া পূজা ইত্যাদি ব্যাপারে সম্মানের তারতম্য অনুসারে উক্ত মালা এক হইতে ২০ | ৩০টী পর্যন্ত মাথায় বাঁধিয়া দেওয়া যায়।

উচ্চে উঠবার সুযোগ হয়েছে, এত দিনে গোপীপ্রসাদ ত্রিপুরার রাজা, ত্রিপুরার মহারাজা হতে পারবে। আর আমায় কেউ বাধা দিতে পারবে না। কি আনন্দ হা—হা—হা (চিন্তা) তবুও, তবুও, এত সোজা নয়, অনেক গোলমাল আছে, পার যো কি ? আমার কন্যার কি অবস্থা হবে ? (চিন্তা) তাই তো, তাই তো, কি চিন্তা, কন্যার যা অবস্থা হবার হউক না কেন, আমার তাতে কি ? জামাতাকে হত্যা ? জামাতা কি ছার, দরকার হলে—গোপীপ্রসাদের উন্নতির পথে কণ্টক হলে, গোপীপ্রসাদ নিজের ছেলেকেও হত্যা করতে পারে। গোপীপ্রসাদের ভাগ্যের রাস্তার যে, কণ্টক হবে, গোপীপ্রসাদ তার সর্ব্বনাশ করবেই করবে। কিন্তু—কিন্তু—জন-সাধারণ আমাকে রাজা বলে মানবে কেন, আমি কে ? আমি কি ছিলেম তা তো সকলেই জানে; না না, আরও কিছু দিন থাক। অনন্ত নামে মাত্র রাজা—রাজত্ব আমিই করবো,

আমার শাসন জন সাধারণের কিছু সহ্য হউক, তার পর; তার পর গোপীপ্রসাদ উন্নতির সোপানের শেষ সীমায় উঠবে। গোপীপ্রসাদ রাজা—ত্রিপুরার মহারাজা হবে।

(হাসিতে হাসিতে প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—রাঙ্গামাটী, গোপীপ্রসাদের আমোদাগার।

(১ম ও ২য় ইয়ারের প্রবেশ)

১ম ইয়ার—বাঃ বাঃ বাঃ ! ভাই, আমাদের অদৃষ্টকে ধন্য বাদ না দিয়ে থাকতে পারি না।

২য় ইয়ার—আরে ভাই, আমাদের অদৃষ্ট কি যেমন তেমন অদৃষ্ট ! আমাদের অদৃষ্ট হচ্ছে একেবারে মহেন্দ্র যোগে তৈরি। আমাদের জন্ম ও বোধ করি একটা মহেন্দ্র টহেন্দ্র যোগে হয়েছিল।

১ম ইয়ার—না ভাই, আমার জন্ম মহেন্দ্রযোগে হয় নাই, আমার জন্ম ভাই ভাদ্রমাসে ঘোর অমাবস্যা, শনিবারে, বার বেলায়, তার পর ভাই কেতুর পূর্ণদৃষ্টি ও ছিল।

২য় ইয়ার—আরে, না না আমাদের নিশ্চয়ই মহেন্দ্রযোগে জন্ম হয়েছিল। তা না হলে কি সুবা বাহাদুরকে দুটি মাগী এনে দিয়েই মদের পিপায় সাঁতার দিতে পারতুম ? আমাদের অদৃষ্ট বেজায় ভাল।

১ম ইয়ার—তাই তো ভাই, আমার চিন্তা হচ্ছে পাছে রাজা টাজা হয়ে পড়ি, রাজা হলে তো আর মদের মধ্যে সাঁতার কেটে থাকতে পারবো না। কত চিন্তা করতে হবে, কত যুদ্ধ করতে হবে।

২য় ইয়ার—আরে না না, এই দেখ্ না আমাদের সুবা বাহাদুর পূর্ব্বে আমাদের মতই তো ছিল, এখন সুবা হয়েছেন। সুবা কেন রাজা বল্লেও হয়। উনিই তো

সন, কিন্তু তিনি তো বেশ দিব্বি মদ মাগীর মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছেন, কেয়া আমোদে আছেন, কেমন ফুর্ত্তিতে আছেন।

১ম ইয়ার—আরে থাম্ থাম্। সুবা বাহাদুর আসছেন।

(গোপী প্রসাদের প্রবেশ)

২য় ইয়ার— আরে কই কই, তোমরা কোথায় আছ। সুবা বাহাদুরকে একটু আমোদে রাখ। এ্যাঁ, ঢাকাইয়া লক্কা পায়রা উড়ে টুড়ে যায় নেই তো! এই যে বিবিজানগণ আসছেন। আসুন, আসুন—

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

১ম ইয়ার—ধর ধর, একটা গান ধর, ভাল দেখে ধর। আমাদের মুনিবকে সন্তুষ্ট কর, বুঝেছ! হে—হে—হে—

(নর্ত্তকীগণ গান ধরিল, ইয়ারগণ মাঝে মাঝে বাহার দিতে লাগিল এবং গোপীপ্রসাদ চিন্তিত ভাবে পদ চালন করিতে লাগিলেন।

নর্ত্তকীগণের গীত।

ওলো ফুটলে কলি আরকি অলি রয়।
ছুটে এসে মনের কথা, ফুলের কাণে কয়॥
পুলকে মরম ফোটে, সোহাগে সরম টুটে
বুকের মধু নয়নে ছুটে,
প্রেমের কথায় হৃদয় মজায় মনের কথা কয়॥

গোপীপ্রসাদ—(নর্ত্তকীগণের প্রতি) আচ্ছা, তোমরা এখন যেতে পার। (নর্ত্তকীগণের প্রস্থান)

২য় ইয়ার—না না, আজ আসরটা ভাল জমলো না। সুবা বাহাদুরের মাথায় চিন্তা প্রবেশ করেছে দেখছি।

১ম ইয়ার—সেই জন্যইতো বল্লেম, আমার সেনাপতি রাজা টাজা হওয়ার ইচ্ছা নাই।

২য় ইয়ার—আর তুইতো আসরটাকে একেবারে দুর্গন্ধ করে দিলি।

১ম ইয়ার—ইস্, কি আসর সুগন্ধ করনেওয়ালা রে! আমি কি কল্লেম?

২য় ইয়ার—অমি কি কল্লেম! অমি কি কল্লেম,! ভাল করে বাহার দিতে পারতিস যদি, আসর না জমে পারতো?

১ম ইয়ার—তুই ভাল করে বাহার দিসনি কেন?

২য় ইয়ার—যত দোষ তোর।

১ম ইয়ার—যত দোষ তোর।

(ঝগড়া করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান)

(গোপী প্রসাদের স্ত্রীর প্রবেশ)

গোপী স্ত্রী—দেখ, আজ কয়দিন ধরে তুমি ভাবনা নিয়ে বড় বারাবারী কচ্ছ, এত ভাবনার কি কারণ আছে বলত? কৈ, রাজ্যেতে কোন যুদ্ধ বিগ্রহ নাই, সকলে বেশ শান্তিতে বাস কচ্ছে, কারও কোন ভাবনা নাই, যত ভাবনা দেখছি তোমার। প্রধান সেনাপতি সুবা হয়েছ বলে কি এত ভাবতে হয়?

গোপীপ্রসাদ—কি ভাবছি জান সাহেবানী! ভাবছিলেম তোমার অদৃষ্টের কথা, আমার অদৃষ্টের কথা, আমার ছেলে জয়দেবের অদৃষ্টের কথা, আর ভাবছিলেম তুমি রাণী হবে কি রাঁড়ী হবে।

গোপী স্ত্রী—ছিঃ ছি, তুমি এসব কি ভাবছ, শেষ কালে পাগল হবে নাকি? (প্রস্থান)

গোপীপ্রসাদ—কে আছে !

(হুজুরিয়ার প্রবেশ ও প্রণাম)

হুজুরিয়া—আদেশ করুন !

গোপীপ্রসাদ—যাও ! রঙ্গনারায়ণকে ও সমরজিৎকে এখানে ডেকে আন ।

হুজুরিয়া—যে আজ্ঞা । (প্রস্থান)

(রঙ্গনারায়ণ ও সমরজিতের প্রবেশ)

গোপীপ্রসাদ—দেখ রঙ্গনারায়ণ, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, অনেক মন্ত্রণা আছে ।

(কিছুক্ষণ থামিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া)

দেখ সমরজিত, কেঁহ তো আমাদের কথা শুনছে না, তুমি দেখে এস তো । (সমরজিতের প্রস্থান) রঙ্গনারায়ণ, তোমার ভাইয়ের সম্মুখে সব কথা বলতে পারবো কি ? তাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় কি ?

রঙ্গনারায়ণ—না আমার ভাই কোন দিন বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, তাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন ।

(সমরজিতের প্রবেশ)

গোপীপ্রসাদ—দেখ রঙ্গনারায়ণ ও সমরজিত, আমি তোমাদিগকে অত্যন্ত আপনার বলে মনে করি, আমার অমঙ্গলে তোমাদের অমঙ্গল এবং আমার মঙ্গলে তোমাদের মঙ্গল এ কথা তোমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত ।

রঙ্গনারায়ণ—এ বিষয়ে আপনার কিছু ভাবতে হবে না, আপনি হলেন আমাদের আশা ভরষা সব ।

সমরজিত—আপনার উপকার কর্ত্তে, আপনার আদেশ পালন কর্ত্তে, আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি ।

গোপীপ্রসাদ—বেশ ভাল, তবে শোন। এখন আমি ত্রিপুরা রাজ্যে সুবা ও উজির, তোমরা সকলে জান আমিই রাজত্ব করি, আমিই সব। অনন্ত মাণিক্য নামে মাত্র রাজা; কিন্তু এতে আমার শান্তি হচ্ছে না, আমার আরও বড় হইবার ইচ্ছা। তোমাদের কাছে আমার কোন বিষয়ই গোপনীয় নাই। আমি ত্রিপুরার মহারাজা হ'তে ইচ্ছা করি আমি আর সুবা ও উজির হয়ে থাকতে ইচ্ছা করি না

রঙ্গনারায়ণ—এ ইচ্ছা যে আপনার আছে, তাহা আমি অনেক পূর্ব্বেই বুঝতে পেরেছি, এ বিষয় আপনার চিন্তা করবার কোন কারণ নাই। আমরা যথাসাধ্য আপনার সাহায্য করবো, এবং আমি আশা করি আমরা কার্য্য উদ্ধার করতে সমর্থ হ'ব।

গোপীপ্রসাদ—কিন্তু আছে রঙ্গনারায়ণ, অনেক কিন্তু আছে। তুমি যত সহজ মনে কচ্ছ তত সহজ নয়। অনেক ভাবতে হবে, বিষয়টি গুরুতর।

সমরজিত—একটি বিষয় ভিন্ন ভাববার আর কিছু বিষয় নাই। অনন্ত মাণিক্যকে হত্যা করা, না অন্য কিছু একটা ব্যবস্থা করা। অনন্ত মাণিক্যকে হত্যা করলে আপনার কন্যার অবস্থা,—

গোপীপ্রসাদ—ও সব কিছু ভাবতে হবে না, ও সব ঠিক হয়ে যাবে।

রঙ্গনারায়ণ—তা হ'লে তো সবই হলো, চিন্তা করবার আর কোন বিষয়ই নাই।

গোপীপ্রসাদ—আছে রঙ্গনারায়ণ, আছে। প্রজাসাধারণ আমাকে মানতে চাইবে কেন? তাহারা যদি শোনে যে, অনন্ত

মাণিক্যকে হত্যা করে আমি রাজা হ'য়েছি, তা হ'লে যে তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠবে, তখন উপায় হবে কি?

সমরজিত—ত্রিপুরা রাজ্যে জনসাধারণের ও ত্রিপুরা জাতির বর্ত্তমান যে অবস্থা, তারা বিদ্রোহী কেন কথাটি পর্য্যন্ত বলবে না। তারা আপনার শাসন মেনে নেবেই নেবে।

গোপীপ্রসাদ—তুমি বোঝ না সমরজিত, আমাদের দেশের জন-সাধারণ এখন ঘুমিয়ে আছে, তারা এখন বিশ্রাম কচ্ছে, কিন্তু যদি কোন উপযুক্ত ব্যক্তি তাহা-দিগকে পথ দেখিয়ে দিতে পারে, তাহাদিগকে তাদের ঘুম হতে জাগাতে পারে, তাহলে আমাদের উপায় থাকবে না।

রঙ্গনারায়ণ—দেখুন, জনসাধারণ যদি বিদ্রোহী হয়, তার কয়েকটি উপায় আছে। এক হচ্ছে অন্য কোন রাজ্যের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া, তা'হলে এ রাজ্যের জনসাধারণ বাহিরের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকবে, এবং বিদ্রোহী হতে সুযোগ পাবে না। দ্বিতীয় হচ্ছে বাহু বলে বিদ্রোহী দমন করা, ইহা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে কি না সন্দেহ। তৃতীয় হচ্ছে, ভিন্ন রাজ্যের সাহায্য নেওয়া, তা'হলে আমাদের স্বাধীনতা খর্ব্ব হওয়ার ভয় আছে। চতুর্থ হচ্ছে, দেশের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত করা, সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে পুকুর দিঘী ইত্যাদির পানীয় জলে বিষ দিয়ে রোগ সৃষ্টি করা মহামারী সৃষ্টি করা তা'হলে প্রজাসাধারণের বিদ্রোহী হ'বার শক্তি থাকবে না।

গোপীপ্রসাদ—তোমার চতুর্থ উপায়টি সঙ্গত বলে মনে হচ্ছে। আর একটি উপায় আছে, পার্ব্বত্য প্রদেশের সব থানা উঠাইয়া আনা, এবং কুকি লুসাই ইত্যাদি পার্ব্বত্য বর্ব্বরকে, ত্রিপুরা রাজ্য লুট করতে সুযোগ দেওয়া, তা'হলে প্রজাসাধারণ বিদ্রোহী হতে পারবে না।

সমরজিত—কোন ভয় করবেন না, একটা না একটা উপায় আছেই আছে।

গোপীপ্রসাদ—তুমি ঠিক বলেছ, ভয় করে চল্লে কিছুই হয় না, সাহস করে কার্য্যক্ষেত্রে নামলেই একটা না একটা উপায় বের হবেই হবে, তুমি কি বল রঙ্গনারায়ণ ?

রঙ্গনারায়ণ—নিশ্চয়ই সাহস করে কার্য্যক্ষেত্রে নামাই হচ্ছে ক্ষত্রিয়ের কার্য্য। তার পর যা হয় হবে।

গোপীপ্রসাদ—কিন্তু অনন্ত মাণিক্যকে কে হত্যা করবে ? একটি খুব বিশ্বাসী লোকের দরকার, এ কার্য্য করতে কে পারবে ?

সমরজিত—আমাকে আদেশ করুণ, আমি নিশ্চই পারবো। আপনার আদেশে আমি বর্ণে বর্ণে পালন করবো।

গোপীপ্রসাদ—তুমি পারবে ? মনে থাকে যেন এ বড় কঠিন কাজ।

রঙ্গনারায়ণ—আপনি কিছু ভাববেন না, ও নিশ্চই পারবে। আপনি এ কার্য্যের ভার ওকেই দিন।

গোপীপ্রসাদ—আচ্ছা, তাহলে সমরজিতকে, এ কার্য্যের ভার দেওয়া গেল। যদি পার সমরজিত, আমি তোমার নিকট চির কৃতজ্ঞ থাকবো। এখন দেখ রঙ্গনারায়ণ,

কার্য্য যত শীঘ্র হয় ততই ভাল, তোমরা আমার সঙ্গে আস। অনন্ত মাণিক্যকে কোথায় কেমন করে হত্যা করতে হবে, আমি পূর্ব্বেই সব ঠিক করে রেখেছি। আমি তোমাদিগকে স্থানটি দেখিয়ে দিব, আমার সঙ্গে এস।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—রাঙ্গামাটি রাজ-অন্তপুর।

(জয়াবতী আসীনা)

জয়াবতী—মহারাজ বোধ করি আসছেন, আজ মহারাজকে প্রাণের সব কথা—প্রাণের সব আকাঙ্ক্ষা বলবো। ওঃ সেই ভীষণ স্বপ্ন এখনও ভুলতে পাচ্ছিনা।

(চিন্তিত)

(অনন্তের প্রবেশ)

অনন্ত—এই যে মহারাণী, তুমি কি আমায় ডাকতে পাঠিয়ে ছিলে? শিকারে যাওয়ার জন্য একটু উৎযোগ কচ্ছিলেম, তাই আসতে একটু বিলম্ব হল।

জয়াবতী—এতে যদি আমার কোন অপরাধ হয়ে থাকে মহারাজ, আমায় ক্ষমা করুণ।

অনন্ত—তোমার কিসের অপরাধ মহারাণী, বরং আমার আসতে বিলম্ব হওয়ায় আমারই অপরাধ হয়েছে। আজ তোমায় এত চিন্তিত দেখছি কেন? তোমার চির প্রফুল্ল মুখে, চির হাসি মাখা মুখে, হাসি নাই কেন? এত কি ভাবছ মহারাণী?

জয়াবতী—মহারাজ, নারীর হৃদয় বড়ই দুর্ব্বল, তাই আশঙ্কা ও ভয় বেশী। মহারাজকে তো আমার স্বপ্নের কথা বলেছি, সেই স্বপ্নের কথা থেকে থেকে আমার প্রাণে জেগে উঠে, আর কেন জানি বড় ভয় হয়।

অনন্ত—আবার সেই স্বপ্নের কথা। তুমি তো আমার স্বপ্নের কথা অনেক বার বলছে, আর অন্য কোন কথা থাকে তো বল।

জয়াবতী—আছে মহারাজ, আপনাকে অনেক কথা বলবার আছে, ভয়ে এত দিন বলতে পারি নাই। কিন্তু আর ঠিক থাকতে পাচ্ছিনা, তাই আজ মহারাজকে বলবো বলে মনে করেছি।

অনন্ত—আচ্ছা, বল।

জয়াবতী—ত্রিপুরা রাজ্যটি তো মহারাজের, কিন্তু আপনি তাহা শাসন করেন কি? আপনি নামে মাত্র রাজা, আমার পিতাই সব, প্রকৃত পক্ষে তিনিই রাজত্ব করেন, আপনি সব কার্য্যে তাহার মতে চলেন। এ যে আমার সহ্য হয় না মহারাজ, এমন করে কয়দিন চলবে মহারাজ?

অনন্ত—এই তোমার এত ভাবনা মহারাণী! সুবা গোপীপ্রসাদ তো আমার পর নয়, আমার শ্বশুর, তোমার পিতা। তুমি বোঝনা মহারাণী, তোমার পিতার মত একজন বিশ্বস্ত লোক থাকতে আমি রাজত্ব নিয়ে এত মাথা ঘামাতে পারিনা ও চাই না।

জয়াবতী—আমার পিতা হলোইবা, রাজার কি এতটা অন্য একজনের উপর নির্ভর করে চলা উচিত? মানুষের মতি সকল সময় ঠিক থাকে না, তাই মহারাজ আপনার নিকট আমার কাতর প্রার্থনা—আপনি নিজে রাজত্ব

করুণ, নিজ রাজ্যের হুকুম নিজে দিন, লোকে যেন বলতে না পারে, সুবা গোপীপ্রসাদই ত্রিপুরার প্রকৃত রাজা।

অনন্ত—না মহারাণী, আমি তোমার পিতাকে, তোমার মতন সন্দেহের চক্ষে দেখতে পারি না। আমি আবার বলতেছি, তোমার পিতা আমার একজন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও বিশ্বস্ত লোক। এইরূপ একজন লোক থাকতে আমি রাজত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না।

জয়াবতী—আচ্ছা মহারাজ, নিজে রাজত্ব করবার যদি আপনার ইচ্ছা না থাকে, এ বিষয় এখন আর কিছু বলবো না, তবে আর একটা অনুরোধ আছে, আপনি সর্ব্বদা আমার পিতার গৃহে আহার করেন, তাহা বন্ধ করতে হবে।

অনন্ত—না মহারাণী আমি তাহাও পারবো না।

জয়াবতী—দাসীর এই মিনতি আপনাকে শুনতে হবেই হবে, আমার প্রাণে বড্ড ভয় হচ্ছে, আমায় কে যেন বলছে সাবধান হও, সাবধান হও। মহারাজ আপনাকে আমার এ অনুরোধ মানতে হবে।

অনন্ত—আচ্ছা তুমি যখন এত বলছ, তোমার অনুরোধ আমি রক্ষা করবো। কিন্তু হঠাৎ যদি তোমার পিতার গৃহে আমি খাওয়া বন্ধ করে দেই, তাহা ভাল দেখাবে না। তাই আমি ক্রমশঃ তোমার অনুরোধ রক্ষা করবো।

জয়াবতী—না মহারাজ, আপনাকে আমার পিতার ওখানে খাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে। তাঁহাকে আমার বড় সন্দেহ হয়, তাঁর গৃহে যাওয়াও আপনাকে বন্ধ করতে হবে।

অনন্ত—তুমি সন্দেহ করতে পার, কিন্তু আমি সন্দেহ করতে পারি না। এ বিষয় নিয়ে যদি তুমি আমায় বেশী বিরক্ত কর, তবে আমি চলে যাব।

জয়াবতী—না মহারাজ, তবে এ বিষয় নিয়ে আপনাকে আর বিরক্ত করবো না। আমি গায়িকাদিগকে ডেকে আনি, গান শুনলে আপনার বিরক্তি ভাব আর থাকবে না।

(প্রস্থান ও প্রবেশ)

নারীর হৃদয় দুর্ব্বল, অনেক ভাবনা এসে পড়ে, তাই অনেক কথা বলেছি, এতে যদি আমার কোন অপরাধ হয়ে থাকে, মহারাজ আমাকে মার্জ্জনা করুণ।

(মুখ ঢাকিয়া ক্রন্দন)

অনন্ত—আমি তোমার উপর কেন বিরক্ত হব মহারাণী? তুমি কেঁদ না। তোমার চোখে জল দেখলে, আমার বড় কষ্ট হয়।

(পালঙ্কে উপবেশন)

ঐ দেখ মহারাণী গায়িকাগণ, আসছে।

(গায়িকাগণ গান করিতে করিতে প্রবেশ)

গীত।

কুসুমে তোমার নাহি অধিকার
তুলিবে কুসুম কেন বা আর।
করিয়ে যতনে কুসুম চয়ণ
সোহাগে সাজিবে সোহাগে কার।।
কি কাজ মোহন বেশে, ঢলিয়ে পড়িতে আবেশে,
কি কাজ সোহাগে মিলিবে না আর,
পরাণ হইল অসার।।
তাম্বুলে রঞ্জিত অধরে আদরে, চুম্বিবে কারে।
হেলিয়ে দুলিয়ে মুচকি হাসিয়ে
ঢলিয়া পড়িবে হৃদয়ে কার।

(অনন্তের প্রস্থান)

জয়াবতী—আমার হৃদয় এত কাঁপছে কেন? প্রাণে এত ভয় হচ্ছে কেন? না, দেখি মহারাজ কোথায় গেলেন।

(জয়াবতী ও সখীগণের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—পথ।

(অনন্ত মাণিক্যের প্রবেশ)

অনন্ত—নারী কি না, তাই সন্দেহ বেশী। সন্দেহই বা কি করে বলবো ভয় বেশী। যখন মহারাণীর কাছে অঙ্গীকার করেছি, তখন শশুরের গৃহে খাওয়া ক্রমশঃ বন্ধ করতে হবে। আমি কালই মহারাণীকে নিয়ে ডম্বুরে রওনা

হব, মহারাণীকে কিছু সান্তনা দিতে হবে। ড্যুরের সৌন্দর্য্য দেখলে মহারাণীর ভয়, চিন্তা দূর হবে, আমারও বেশ ফূর্ত্তি হবে, শিকারও অনেক আছে।

(হাসিতে হাসিতে প্রস্থান উদ্যত। নেপথ্যে বন্দুকের শব্দ, "হায় ঈশ্বর" বলিয়া অনস্ত ভূমিতলে পতিত ও জয়, জয়া করিয়া অস্পষ্ট স্বরে কি বলিতে বলিতে মৃত্যু)

(বন্দুক হাতে সমরজিত ও কয়েকজন অনুচরের প্রবেশ)

সমরজিত—হাঃ হাঃ হাঃ—কার্য্য ইতি সমাপ্ত। সমরজিতের গুলি কি কোন দিন লক্ষ ভ্রষ্ট হয়। (১ম অনুচরকে) এই নে নে, মাথাটা কেটে ফেল, সুবা সাহেবকে মাথাটা দেখাতে হবে। সঙ্গে যা মূল্যবান জিনিষ আছে সব নে, তা হলে লোকে মনে করবে ডাকাতে মেরেছে।

১ম অনুচর—না আজ্ঞে আমি এ রকম একজন লোকের গায়ে আঘাত করতে পারবো না। আহা কি সুন্দর চেহারা, কি সুন্দর শরীর।

সমরজিত—তুই যদি না পারিস, আমি পারবো।

(মাথা কাটিতে তরবারী বাহির করিল, ২য় অনুচর নেপথ্যে জয়াবতীকে দেখিয়া)

২য় অনুচর—আজ্ঞে দেখুন দেখুন, এদিকে একজন লোক আসছে।

সমরজিত—তাই নাকি ? তা হলে এখানে থাকা উচিত নয়, আয় আমার সঙ্গে আয়।

(সকলের পলায়ন ও জয়াবতীর প্রবেশ)

জয়াবতী—একি! কা'কেও দেখতে পাচ্ছি না কেন, আমি বরাবর তাঁর পেছু পেছু আসছি, প্রত্যহ্ তিনি এই পথ দিয়েই ত আমার পিতার ওখানে খেতে যান, আজ কত বারণ করেছি, তিনি কোন কথাই শুনলেন না। কয় দিন যাবত সর্ব্বদা আমার মনের মধ্যে কি যেন একটা আতঙ্ক হচ্চে, কে যেন আমায় বলছে, জয়া—তোর সুখের নিশি প্রভাত হয়েছে, আর উপায় নেই। এই দিকে একটা বন্দুকের শব্দও শুনেছিলাম, তবে কি—না না, এ কথা ভাবতেও পাচ্ছি না। যাই—

(কিছু দূর অগ্রসর—হঠাৎ অনন্তকে দেখিয়া)

এ কি! এ কে—(চাহিয়া) ওঃ হো হো, এ কি সর্ব্বনাশ, প্রাণেশ্বর, আমি যা ভেবেছিলাম তাই হল, কে আছ শীঘ্র এস, দেখ কি সর্ব্বনাশ হয়েছে, শীঘ্র এস, শীঘ্র এস, প্রাণেশ্বর, প্রাণেশ্বর—

(জড়াইয়া ধরিল কিঞ্চিৎ পর উঠিয়)

উঠ মহারাজ উঠ, আপনার কোমল শরীর যে সর্ব্বদা কোমল বিছানায় বিশ্রাম করতো, আজ কেন ধূলায় বিশ্রাম কচ্ছেন? না, আমায় ছেড়ে আপনাকে কিছুতেই যেতে দেব না, কিছুতেই যেতে দেব না, দেব না,—দেব না—

(জড়াইয়া ধরিল)

(ধীরে ধীরে উঠিয়া) গেলে—গেলে— আমায় ছেড়ে চলে গেলে—এ্যাঁ—হাঃ-হাঃ-হাঃ— কি সুন্দর—কি সুন্দর—রক্ত— রক্ত—আগুণ—আগুণ, আমি সব

জানি, সব বুঝেছি, প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা, প্রতি-
শোধ, স্বামী হত্যাকারীকে ধ্বংস, রক্ত—রক্ত—হাঃ—
হাঃ—হাঃ—নাঃ—আমি পারবো না, পারবো না,
আমার বুক ভেঙ্গে গেছে—আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে,
প্রাণেশ্বর, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও, মা, ত্রিপুরাসুন্দরী—

(পুনঃ জড়াইয়া ধরিল—পরে উঠিয়া)

গোপীপ্রসাদ, তোমারই এই কাণ্ড, যদি সতী হই আমি,
যদি পতি পদে আমার ভক্তি থাকে, তবে শোন!
আমি তোমায় অভিসম্পাত দিচ্ছি, তুমি বেশী দিন
রাজ্য ভোগ করতে পারবে না, তোমার বংশ ধ্বংস হবে,
তুমি কুকুরের মত, কাপুরুষের মত, গুপ্ত ঘাতকের হাতে
মরবে। আমি তোমাকে এই পাপ কার্য্যের জন্য
উপযুক্ত সাজা দিবই দিব। এস প্রাণেশ্বর, যেখানেই
হউক তোমার সঙ্গে পুনর্ব্বার আমার সাক্ষাৎ হবেই
হবে। আমায় কিছু সময় দাও স্বামী, আমি তোমার
হত্যাকারীকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে, তোমার চরণ সেবা
করবার জন্য আবার তোমার নিকট উপস্থিত হব।

পঞ্চম দৃশ্য।

(স্থান— রাঙ্গামাটী— রাজবাড়ী)

(চন্তাই ও রুদ্রপ্রতাপের প্রবেশ)।

রুদ্রপ্রতাপ—চন্তাই বাহাদুর আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা কি করা
উচিত, আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

চন্দ্রাই—রুদ্রপ্রতাপ, তুমি কোন চিন্তা করিও না, ঈশ্বর আছেন, তাঁরই ইচ্ছায় এ সব হয়েছে। যখন তাঁর ইচ্ছা হবে, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

রুদ্রপ্রতাপ—কিন্তু, গোপীপ্রসাদ এই প্রাচীন সিংহাসন দখল করবে, এই প্রাচীন রাজ্যের উপর রাজত্ব করবে, এ আমি কিছুতেই হতে দেব না। আমাকে যদি যুদ্ধ করতে হয়, মর্তে হয় তাতেও আমি প্রস্তুত আছি।

চন্দ্রাই—এত অধীর হইও না রুদ্রপ্রতাপ, আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। মাতা ঈশ্বরী মহাদেবী আমাদিগকে এখানে হাজির হতে হুকুম দিয়েছেন, তাঁর কি আদেশ আগে শোন, তারপর যা কর্ত্তে হয় করো।

রুদ্রপ্রতাপ—আচ্ছা, মাতা ঈশ্বরী মহাদেবী কি আদেশ করেন তাহা আগে শুনে নি, তারপর যা করবার তা আমি করবো, কিন্তু এ কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখবেন যে, যতদিন প্রাচীন রাজবংশের পুনঃ উদ্ধার না হবে, ততদিন রুদ্রপ্রতাপ নিশ্চিন্তে থাকবে না।

চন্দ্রাই—চল রুদ্রপ্রতাপ, বাহিরে একটু বিশ্রাম করি গে।

রুদ্রপ্রতাপ—চলুন। (উভয়ের প্রস্থান)

(জয়াবতীর গাইতে গাইতে প্রবেশ)

গীত।

হৃদয় মৃণাল হতে ছিঁড়েছে কমল দল,
শুকিয়েছে অযতনে, কমল রতন।
প্রেম গদ গদ স্বরে, মাতাবে কে আর মোরে,
কার ছায়া ধরে আর জুড়াব জীবন।।

আশা সব ক্ষরিয়েছে, পরাণ ভাঙ্গিয়া গেছে,
রহিয়াছে স্মৃতিটুকু, ও জড়িয় স্বপন ॥

(রুদ্রপ্রতাপ ও চন্তাইয়ের প্রবেশ)

চন্তাই – মাতা মহারাণী মহাদেবীর আদেশে, আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। কি আদেশ আজ্ঞা করুন।

জয়াবতী—চন্তাই বাহাদুর ও সেনাপতি রায় রুদ্রপ্রতাপ! আমার পতিদেবের কি ভাবে মৃত্যু হয়েছে, তাহা আপনারা সবই জানেন। এখন আমার ইচ্ছা, প্রাচীন ত্রিপুর রাজ্যের প্রাচীন সিংহাসনে, ত্রিপুরার প্রাচীন বংশ বসে। তার জন্য যুদ্ধ দরকার হলে, যুদ্ধ করতে হবে। তোমরা এ রাজবংশের চির হিতকারী; তোমাদের উপর আমি সম্পূর্ণ নির্ভর করি।

রুদ্রপ্রতাপ—মহাদেবী, যুদ্ধ অনিবার্য্য। আমাদিগকে যুদ্ধ করতে হবেই হবে, এবং তাহার জন্য আমি প্রস্তুত আছি।

চন্তাই – মহাদেবী, সতী, তোমার প্রার্থনা মা চতুর্দ্দশ দেবতা শুনবেনই শুনবেন। মা ত্রিপুরাসুন্দরী নিজেই তোমার জন্য রণক্ষেত্রে অবতীর্ণা হবেন। আজ হউক কাল হউক, তোমার আশা পূর্ণ হবেই হবে।

জয়াবতী—তবে শোন সেনাপতি রুদ্রপ্রতাপ, তুমি অবিলম্বে এ রাজ্যের প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় নিনন্দিয়া পাঠিয়ে দেবে। যুদ্ধের চিহ্ন স্বরূপ এ রাজ্যের প্রথানুসারে বাঁশের ডগায় রক্ত মেখে, গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় ২ রাস্তার তেমাথায় সর্ব্বত্র পুতে দেবে। দামামা ধ্বনি পাবামাত্র এই রাজধানীর ও নিকটবর্ত্তী স্থানের সকল উপযুক্ত ব্যক্তি যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রাজবাড়ীতে যেন উপস্থিত হয়। ত্রিপুরা, রিয়াং,

নোয়াতীয়া, জমাতীয়া, হালাম, কুকি, লুসাই. বাঙ্গালী আমার রাজ্যের যত জাতির যত লোক আছে, তাদের মধ্য হ'তে সব উপযুক্ত ব্যক্তি, যারা যুদ্ধ করতে পারে, তাহাদিগকে অবিলম্বে, বিশ্বাসঘাতক গোপীপ্রসাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হাজির হতে বলবে। সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে ঢোল সহরতদ্বারা জানাইয়া দিবে যে, প্রাচীন ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাচীন সিংহাসন একজন ছোট নগণ্য ব্যক্তি কলুষিত করতে চাহে।

চন্তাই ও রুদ্রপ্রতাপ—জয় ত্রিপুরেশ্বরীর জয়, জয় মহারাণী জয়াবতীর জয়।

রুদ্রপ্রতাপ—মহাদেবী, এ অধম ভৃত্য, আপনার আদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করবে। গোপীপ্রসাদের রাজত্ব করবার আশা অচিরেই ধ্বংস হবে।

চন্তাই—মহাদেবী, তোমার জয় হউক। আমি আমার যতটুকু শক্তি আছে, তোমার জন্য—প্রাচীন সিংহাসন ও রাজবংশের জন্য প্রয়োগ করবো।

রুদ্রপ্রতাপ—মহাদেবী, আপনার আশীর্ব্বাদে, এ অধম আপনার আদেশ পালন কর্ত্তে নিশ্চয়ই পারবো।

জয়াবতী—(স্বগতঃ) স্বামী হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে তারপর—তারপর—প্রাণেশ্বর তোমার চরণে উপস্থিত হব। চন্তাই ও রুদ্রপ্রতাপ, সব বিষয়ই আমি তোমাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করি। যতদিন স্বামী হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারবো না, ততদিন আমার স্বামীর চিতা প্রজ্জলিত থাকবে ও আমি সধবা থাকবো। আমি এখন আসি।

(প্রস্থান)

চন্তাই—রুদ্রপ্রতাপ। জয় মহারাণী ত্রিপুরেশ্বরীর জয় (২ বার)।

রুদ্রপ্রতাপ—চলুন চন্তাই, মহাদেবীর আদেশ হয়েছে আর কি? এখন আমাদের কর্ত্তব্য তাঁর আদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করা।

চন্তাই—চল। (উভয়ের প্রস্থান)।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

(স্থান— ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দিরের পথ)।

(জয়াবতীর প্রবেশ)।

জয়াবতী—মা ত্রিপুরা সুন্দরী, আমার আশা পূর্ণ কর মা, স্বামী হত্যার প্রতিশোধ নিতে যেন সমর্থ হই মা, ত্রিপুরার প্রাচীন সিংহাসন যেন কলুষিত না হয় মা, আমার হৃদয়ে বল দাও মা, আর যে থাকতে পারি না, এত বড় পৃথিবীতে একা একা কি করে থাকবো মা,—

(নেপথ্যে দৈববাণী)।

(জয়াবতী আমার, তোর আশা পূর্ণ হবে, কিন্তু এখন নয়। তোমার পিতা গোপীপ্রসাদ কিছু দিনের জন্য রাজত্ব করবে, তারপর—তার অপমৃত্যু হবে, তার বংশ ধ্বংস হবে, তোমার স্বামীর বংশ পুনর্ব্বার ত্রিপুরার প্রাচীন সিংহাসন অলঙ্কৃত করবে। প্রতিশোধ? প্রতিশোধের সময় এখনও আসে নাই। ধৈর্য্য, ধৈর্য্য ধরে যাও, সময় আসলে সব হবে। এখন শত চেষ্টা করলেও পারবে না, তুমি নিজে পিতৃরক্তে হাত কলঙ্কিত করো না)।

জয়াবতী—মা—মা ত্রিপুরা সুন্দরী, একি করলে, তিনি কতদিন হলো চলে গেছেন, আমি যে আর এ পৃথিবীতে একা একা থাকতে পাচ্ছি না, এর একটা উপায় করে দাও মা— (প্রস্থান)

(জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে রুদ্রপ্রতাপ, চন্তাই ও সর্দ্দারগণের প্রবেশ)

গীত।

জাগ জাগ ত্রিপুর সন্তানগণ।
পূর্ব্ব গৌরব গাথা করহে শরণ॥
পদ ভরে যার টলিত বঙ্গ,
হুঙ্কারে কাঁপিত অরাতি অঙ্গ॥
পারিত নাশিতে হাসিতে হাসিতে
শত্রু অগণন।
কোথা সে সৌর্য্য কোথা সে বীর্য্য,
যে কারণে বঙ্গে ছিলিরে পূজ্য,
ঐ হের দূরে বিজয় কেতন
সাদরে তোমারে করে আবাহন॥
কিল—বিদু—বীরতা—সার বলে
মিলহ ত্রিপুর সন্তান সকলে
ঐ শুন সবে চতুর্দ্দশ দেবে
আশীষি আহবে করিছে বরণ।

রুদ্রপ্রতাপ—সর্দ্দারগণ, প্রস্তুত হও, প্রস্তুত হও, ত্রিপুরার প্রাচীন সিংহাসন রক্ষা কর। ত্রিপুরাসুন্দরী ও চতুর্দ্দশ দেবতার আশীর্ব্বাদে আমরা জয়ী হবই হব।

চন্তাই—তোমরা সকলেই আমার মন্দিরে এস। আমি চতুর্দ্দশ দেবতার ফুল ও আশীর্ব্বাদ তোমাদিগকে দিব, এই

আশীর্ব্বাদ তোমাদের সঙ্গে থাকিলে তোমরা সর্ব্বদা জয়ী হবে।

(জয়াবতীর প্রবেশ)

রুদ্রপ্রতাপ—এই যে মহাদেবী ।

(সকলের প্রণাম)

চন্তাই—মহাদেবী, আমরা সকলেই প্রস্তুত আছি, এখন আপনার আদেশ হলেই সব হয় ।

রুদ্রপ্রতাপ—মহাদেবী, এই আমার সঙ্গে সব সর্দ্দারগণ উপস্থিত আছে। আপনার আদেশ পাওয়া মাত্র আমরা যুদ্ধ করব। দেবতামুড়ার নিকট রিয়াং ও কুকিগণ সমবেত হইয়াছে, উত্তরে বিশালগড়ে ত্রিপুরাগণ ও জমাতিয়াগণ প্রস্তুত আছে, চণ্ডিগড়ের নিকটে বাঙ্গালী সৈন্য সমবেত করা হয়েছে। এখন আদেশ পাইলেই সব হবে, বেশী বিলম্ব করা আর উচিত হবে না।

জয়াবতী—সেনাপতি, আমি এই মাত্র মা ত্রিপুরাসুন্দরীর দৈববাণী শুনেছি, মা বলেছেন এখনও সময় উপস্থিত হয় নাই । তাঁহার ইচ্ছা মত আপনাদের চলা উচিত, তাঁর আদেশ আরও কিছুদিন ধৈর্য্য ধরে থাকা। অতএব সেনাপতি ও চন্তাই বাহাদুর, আমাদের আরও কিছুকাল ধৈর্য্য ধরে থাকতে হবে।

রুদ্রপ্রতাপ—মহাদেবী, আমরা যে আর ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারি না, আমরা যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আছি, কেবল আপনার আদেশ।

চন্তাই—থাম রুদ্রপ্রতাপ, ধৈর্য্য ধরে যাও, যখন মা ত্রিপুরাসুন্দরীর ইচ্ছা, তখন আমাদিগকে আরও কিছুকাল

ধৈর্য্য ধরে থাকতে হবেই। যখন সময় আসবে তখন সবই হয়ে যাবে।

রুদ্রপ্রতাপ—কিন্তু প্রাচীন সিংহাসন একজন বিশ্বাসঘাতক কলুষিত করবে, এ আমরা কি করে সহ্য করবো।

চন্তাই—গোপীপ্রসাদ কিছুকাল রাজত্ব করতে পারবে, কিন্তু তাকে প্রাচীন সিংহাসনে কিছুতেই বসতে দেওয়া হবে না।

রুদ্রপ্রতাপ—তবে কি সিংহাসন শূন্য পরে থাকবে? আর গোপীপ্রসাদ যে জোড় করে সিংহাসনে বসতে চাইবে।

চন্তাই—যদি গোপীপ্রসাদ মহাদেবীর কথা না শুনে, জোড় করে সিংহাসনে বসতে চায়, তখন তোমাকে আমাকে যুদ্ধ করতে হবে।

জয়াবতী—আর সিংহাসন শূন্য থাকবে কেন সেনাপতি? আমার পতিদেবের পাদুকা সিংহাসন অলঙ্কৃত করবে। করুক গোপীপ্রসাদ রাজত্ব, কিন্তু তাকে সিংহাসন কিছুতেই স্পর্শ করতে দেওয়া হবে না।

রুদ্রপ্রতাপ—তা হলে মহাদেবী এ অধম আর এ দেশে থেকে কি করবে। মহাদেবীর বিদায় পেলে ত্রিপুরা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাব। আবার যখন সময় হবে, আবার এ অধমের যখন দরকার হবে, তখন খবর পাওয়া মাত্র হাজির হব।

চন্তাই—না রুদ্রপ্রতাপ, খবর আমরা তোমাকে দিব না, তুমি আমাদিগকে খবর দিবে। এখন তোমাকে গোপীপ্রসাদের চাকরী করতে হবে, এবং সর্ব্বদা আমাদিগকে ভালমন্দ সব সংবাদ দিতে হবে।

রুদ্রপ্রতাপ—আপনি এ কি বল্লেন চন্তাই ? শেষে আমাকে এই গোপীপ্রসাদের চাকরী করতে হবে ?

জয়াবতী—হ্যাঁ সেনাপতি, তোমাকে চাকরী করতে হবে। প্রাচীন ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য, প্রাচীন সিংহাসনের জন্য এবং প্রাচীন রাজবংশের জন্য তোমাকে চাকরী করতে হবে। চন্তাই বাহাদুর আপনার উপর, আমার পতিদেবতার চিতা, যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহার হত্যার উপযুক্ত প্রতিশোধ নেওয়া না হয়, এবং তাঁর বংশের পুনঃ উদ্ধার না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত প্রজ্জ্বলিত রাখার ভার দেওয়া হলো।

চন্তাই—মহাদেবীর আদেশ শিরোধার্য্য। এখন চলুন মহাদেবী মন্দিরে চলুন, মাতার পূজা করলে, আপনার হৃদয়ে বল আসবে, দুঃখ লাঘব হবে।

জয়াবতী—চলুন চন্তাই। (উভয়ের প্রস্থান)

রুদ্রপ্রতাপ—চল সর্দ্দারগণ আমরাও যাই, আমাদের অদৃষ্ট মন্দ, তাই ভাগ্যে যুদ্ধ ঘটলো না।

(সকলের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য।

স্থান—উদয়পুর রাজবাড়ী।

(উদয়মাণিক্য একাকী পদচালনা করিতেছে)

উদয়মাণিক্য—তাই তো, রঙ্গনারায়ণ এখন পর্য্যন্ত আসলো না, সংবাদ ভাল কি মন্দ তাও বুঝলাম না।

(হুজুরিয়ার প্রবেশ ও প্রণাম)

হুজুরিয়া—ধর্ম্মাবতার সেনাপতি রঙ্গনারায়ণ দ্বারে উপস্থিত।

উদয় মাণিক্য—যাও, তাঁকে শীঘ্র নিয়ে এস।

(হুজুরিয়ার প্রস্থান ও রঙ্গনারায়ণের প্রবেশ)

উদয়মাণিক্য—কি রঙ্গনারায়ণ, কি সংবাদ, সব ভাল তো ?

রঙ্গনারায়ণ—ধর্ম্মাবতার সব ভাল, সব গোল মিটে গেছে। মহারাণী জয়াবতীর উত্তেজনায় যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, তা থেমে গেছে। আমি তো মহারাজকে পূর্ব্বেই বলেছি যে প্রজাসাধারণ বিদ্রোহী হবে না, তবে একটি কথা আছে, সেনাপতি রুদ্রপ্রতাপ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, তার কথাবার্ত্তায় মনে হয়, সে একটি চাকরী চায়। তাকে একটি চাকরী দেওয়া উচিত মনে করি, তা না হলে সে এবারের মত আবার বিদ্রোহী হতে পারে, সে ভয়ানক লোক।

উদয়মাণিক্য—আচ্ছা, তাকে একটি ভাল চাকরী দেওয়া যাবে। যাহা হউক আর ভয়ের কোন কথা নাই, আমার বড় ভয় হয়েছিল।

রঙ্গনারায়ণ—না মহারাজ, ভয়ের আর কোন কারণ নাই। আপনি এখন নিশ্চিন্তে রাজত্ব করতে পারেন।

উদয়মাণিক্য—হাঁ রঙ্গনারায়ণ, আমি এখন মনের আনন্দে রাজত্ব করতে পারবো, এবং আমার ইচ্ছামত প্রাচীন ত্রিপুরাকে নূতন করতে পারবো। দেখ রঙ্গনারায়ণ, আমি প্রাচীন রাঙ্গামাটী নাম পরিবর্ত্তন করে, এই রাজধানীকে আমার নামে উদয়পুর করেছি, এখন প্রাচীন ত্রিপুর রাজ্যকে একটি নূতন নাম দিব, সে নাম

কি জান ? উদয়নগর। আমার নিজের পূর্ব্বের নাম গোপীপ্রসাদ পরিবর্ত্তন করে, যেমন উদয়মাণিক্য নাম ধারণ করেছি, সেইরূপ সব প্রাচীন নাম বদলে দেব। আমি গোমতী নদীর নামও পরিবর্ত্তন করে দেব। আচ্ছা, গোমতী নদীর কি নাম দেওয়া উচিত বল দেখি ?—(চিন্তা)— নাঃ— আর চিন্তা টিন্তা করবার ইচ্ছা নাই, যাও রঙ্গনারায়ণ, নর্ত্তকীগণকে পাঠিয়ে দাও, কিছু ফুর্ত্তি করা যাক।

(রঙ্গনারায়ণের প্রস্থান ● তিন জন ইয়ারের প্রবেশ)

১ম ইয়ার—ডাকবো মহারাজ, নর্ত্তকীগণকে ডাকব ?

উদয় মাণিক্য—ডাক।

সকলে—ডাক, ডাক, ডাক, নর্ত্তকীগণকে ডাক।

উদয় মাণিক্য—এই, এত গোলমাল করো না।

সকলে—এই, এই, চুপ চুপ—এত গোলমাল করো না।

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

উদয় মাণিক্য—ভাল থেকে একটি গান ধর।

সকলে—হাঁ হাঁ ভাল দেখে একটি গান ধর।

১ম ইয়ার—এইও, বেয়াদপ চুপ কর।

উদয় মাণিক্য—চলুক চলুক, গান চলুক।

(নর্ত্তকীগণ গান গাইতে লাগিল, উদয়মাণিক্য একটু একটু মদ খাইতে লাগিল ইয়ারগণের বাহার, কেহ মাঝে মাঝে বেয়াদপ ইত্যাদি বলিতে লাগিল।

— —*০*——

গীত।

হৃদে প্রেম আপনি ফুটে,
কেউ তো ফুটায় না, আহা কেউ তো ফুটায় না।
প্রেম আপনি হাসে, আপনি সাধে,
কেউ তো সাধে না, আহা কেউ তো সাধে না।
হৃদি ভরা হলে মধু, মধু লোভে ছুটে বঁধু
বঁধু আপনি আসে, আপনি ডাকে,
কেউ তো ডাকে না, আহা কেউ তো ডাকে না।

২য় ইয়ার—(১ম ইয়ারকে সম্বোধন করিয়া) কি ভায়া, এখনও কি তোমার রাজা হওয়ার ইচ্ছা নাই কি ?

১ম ইয়ার—হঁ্যা তাই তো, এখন—এখন, আমার অনেকটা পরিবর্ত্তন হয়ে আসছে।

উদয় মাণিক্য—এ গানটি খুব ভাল লেগেছে, আবার গাও, আরও ভাল করে গাও।

সকলে—হঁ্যা হঁ্যা, ধর ধর, চট্ করে ধরে ফেল, বেশ বেশ—বা বা—ইত্যাদি।

(নর্ত্তকীগণের গীত)

হৃদে প্রেম আপনি ফুটে,
কেউ তো ফুটায় না আহা কেউ তো ফুটায় না,

(বেগে হুজুরিয়ার প্রবেশ গান থামিল)

হুজুরিয়া—মহারাজ, কোন এক জরুরী সংবাদ নিয়ে, সেনাপতি রঙ্গনারায়ণ দ্বারে উপস্থিত, এখনি মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করে।

উদয় মাণিক্য—যাও, তাকে আসতে বলো।

(হুজুরিয়ার প্রস্থান ও রঙ্গনারায়ণের প্রবেশ)

উদয় মাণিক্য—কি সংবাদ রঙ্গনারায়ণ ? (নর্ত্তকীগণের প্রতি)
আচ্ছা তোমরা এখন যেতে পার।
(নর্ত্তকীগণের প্রস্থান)

রঙ্গনারায়ণ—ভয়ানক সংবাদ মহারাজ, বিজয় মাণিক্য ও অনন্ত মাণিক্যের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করে, বাংলার নবাব মনে করেছেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যে বর্ত্তমানে অরাজকতা চলিতেছে, এবং এই উপযুক্ত সুযোগ মনে করে, ত্রিপুরা অধিকার করবার জন্য এক বিশালবাহিনী প্রেরণ করেছে। সে বাহিনী এখন খণ্ডল প্রদেশে এসে পৌঁচেছে, এবং যদি আমরা অবিলম্বে তাহাদিগকে বাঁধা না দেই, তা হলে তাহারা অচিরে উদয়পুর দখল করবে।

উদয় মাণিক্য—যুদ্ধ ভিন্ন আমাদের আর উপায় নাই, এখানে দাঁড়িয়ে আর বিলম্ব করা উচিত নহে, তুমি অবিলম্বে চল্লিশ সহস্র সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা কর। চলো তাঁর বন্দোবস্ত এখনি করা দরকার।
(উভয়ের বেগে প্রস্থান)

১ম ইয়ার—(২য় ইয়ারকে সম্বোধন করে) কি দেখলে ? এইজন্যই তো বলি আমার রাজা টাজা হবার ইচ্ছা নাই।

২য় ইয়ার—তাই তো ভাই, এখন আমরাও মত পরিবর্ত্তন হয়ে আসছে। এঃ আশরটা ভাল জমে ছিল, এই রঙ্গশালা এসে সব মাটী করলে, এমন বাহাদুরিক আমি কখনও দেখি নাই।
(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—উদয়পুর, উদয় মাণিক্যের শয়ন কক্ষ।
তাহার পাশের কক্ষে (উদয় মাণিক্য রুগ্ন শয্যায়, দাসী
পাখা ব্যাজন করিতেছে)
(পার্শ্বস্থিত কক্ষে কমলাবতী আসিন)

কমলা—মুসলমানের সহিত যুদ্ধে ত্রিপুরার অনেক সৈন্য হত হয়েছে, বর্ত্তমান সময় ত্রিপুরার অবস্থা শোচনীয়, রাজ্যময় হাহাকার, মহারাজ নিজে পীড়িত, প্রতিহিংসা, সাধনের এই উত্তম সুযোগ ও সময়। উদয় মাণিক্য, তোমার দিন ঘুনিয়ে এসেছে, তুমি মনে কচ্ছ আমি সব ভুলে গেছি, না উদয় মাণিক্য না, স্বামীকে হত্যা করে, আমাকে জোর করে ধরে এনে তোমার রক্ষিতা করেছ, একথা কমলা কোন দিন ভুলতে পারে না। কমলাবতী তোমার রক্ষিতা হবার জন্য জন্মগ্রহণ করে নাই, আমি প্রতিহিংসা নেবই নেব। সুরমনি বৈদ্যের তো আসবার সময় হয়েছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত এলোনা কেন? (এদিক ওদিক চাহিয়া) এই যে সুরমণি এদিকে আসছে। আসুন বৈদ্যরাজ আসুন।

(কাশিতে কাশিতে সুরমণির প্রবেশ)

কমলা—তারপর বৈদ্যরাজ, সংবাদ ভালতো?

সুরমনি—হেঁ হেঁ হেঁ এই এক রকম।

কমলা—দেখুন বৈদ্যরাজ! গতকাল আপনাকে কি বলেছিলাম তা কি সব মনে আছে?

সুরমণি—আইজ্ঞা, মনেত আছে, মনেত আছে।

কমলা—তা আমার কি কল্লেন, আপনার আজ দেবার কথা ছিল—

সুরমণি—অয় অয়, কিন্তু কিন্তু, আইজ্ঞা।

কমলা—এখন ইতস্ততঃ কল্লে চলবে না বৈদ্যরাজ, তোমাকে আমার কথামত চলতে হবে।

সুরমণি—অয়, অয়, আইজ্ঞা—দেখেন দেখেন, আমি পারমুনি ? আমার দ্বারা অইবনি ?

কমলা—দেখ বৈদ্য গতকাল তোমাকে কি বলেছিলাম তা মনে আছে কি না, যদি মনে থাকে তবে দাও, আমি আর কোন কথা শুনতে চাইনা।

সুরমণি—আইজ্ঞা আইজ্ঞা আমি বুইল্লা গেছি, আমি লইয়া আইতে বুইল্লা গেছি।

কমলা—বৈদ্যরাজ, তুমি আমায় বেশ চেন, আর কথা বলো না এই নাও—নাও।

(কমলাবতী গলা হইতে একটি মুক্তার মালা বাহির করিয়া সুরমণিকে দেখাইল, সুরমণি লইতে গেল কিন্তু দিলনা।)

কমলা—আগে বল তুমি আমার কথামত চলবে ?

সুরমণি—(স্বগত) এমন একটা মাল কি আমার ছাড়া উচিত অইব। কবিরাজী কইরা তো এই জন্মে অত রোজগার করতে কোনদিন পারতাম না। আর আমি যে কবিরাজ তা মা গঙ্গাই জানেন, নবদ্বীপে এক বছর টওলাগিরি কইরা এখানে আইয়া কবিরাজ অইয়া পরছি। নাঃ এ মাল ছাড়া উচিত অইত না। কোন হালায় অত টাকা আতে পাইয়া লাথিয়া মাইরা ফালাইয়া দের।

কমলা—কি ভাবছ কবিরাজ ? তুমি জীবনেও এই হারের মূল্য রোজগার করতে পারবে না।

সুরমণি—আইজ্ঞা আদেশ করুণ আমাকে কি করতে অইবো।

(সুরমণি মালা লইয়া লুকাইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল)

কমলা—শোন. শোন বৈদ্যরাজ, ও বৈদ্যরাজ আমার কথা শোন।

(সুরমণি মালা বাহির করিয়া পুনর্ব্বার কোথায় লুকাইবে ঠিক করিতে না পারিয়া আশঙ্কায় অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল সে জন্য কমলাবতীর কথা শুনিতে পারে নাই, শেষে শুনিতে পাইল।)

সুরমণি—অয় অয়, কি আদেশ কন্ কি আদেশ কন্।

কমলা—আমি গতকাল তোমাকে কি আস্তে বলে ছিলাম, এনেছ কি ?

সুরমণি—আইজ্ঞা আপনার আদেশ কি আমি অমান্য করতে পারি ?

কমলা— তবে দাও।

সুরমণি— এই নেন।

(নিকট গিয়া চারিদিকে চাহিয়া কমলার হাতে একটি পুটলী দিল)

কমলা— বৈদ্যরাজ, তোমার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। (পুটলি দেখাইয়া) তারপর এর কি গুণ ?

সুরমনি— আইজ্ঞা যেই খাওয়াইবেন— বাস, আর কোন কথা নাই, এমনৈ মৃত্যু অনিবার্য্য।

কমলা— কোন সবল ব্যক্তি— উদয় মাণিক্যের মত সবল ব্যক্তির উপর কি ঠিক ক্রিয়া করবে ?

সুরমণি— আইজ্ঞা, আইজ্ঞা, উদয় মানিক্য, উদয় মাণিক্য আপনি মানিক্যরে—(এদিক ওদিক চাহিল)

কমলা—এত ভয় পাচ্ছ কেন, আমিতো তোমাকে গতকালই বলেছি।

সুরমণি—আইজ্ঞা, আগে আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না উদয় মাণিক্য ? আরে বাইসরে, দেখেন দেখেন, আমার মুখ দেখেন, আমার মুখ দেখলে সন্দেহ অয় কি না ? তুষি বুইল্লা মনে অয় কি না ?

কমলা—তোমার মুখে চোখে অপরাধ ফুটে উঠেছে বৈদ্যরাজ, তোমার—

সুরমনি— আমি চিকার দিবাম, আমি চিকার দিবাম, আমি কৈয়া দিমু, কৈয়া দিমু ।

কমলা— থাম বৈদ্য, খবরদার । এই নাও—

(আর একছড়া মালা দিল সুরমণি তাড়াতাড়ি লইয়া লুকাইল)

(কমলা উদয় মাণিক্যকে বৈদ্য এসেছে বলিতে গেল)

সুরমণি—(স্বগত) এ বুদ্ধি মন্দ না, কিছু ভয় দেখাইয়া আর একটা আদায় করা গেল । দেখি আরও আদায় করতে পারি কি না ।

(কমলাবতী ফিরিয়া আসিল)

কমলা— এস আমার সঙ্গে এস, চুপ করে কি ভাবছ ?

সুরমনি—আইজ্ঞা আইজ্ঞা, আমি পারতাম না, আমি পারতাম না । এ পাপ কার্য্য করতে আমি পারতাম না, আপনি কন্ কিতা, আপনি কি আমারে এ অসৎ কার্য্য করতে কন্? দেন দেন আমার পুটলীটা ফিরাইয়া দেন, তা না অইলে আমি হক্কলরে কইয়া দিমু ! অয় ।

কমলা—(সিংহিনীর মত বৈদ্যের নিকটে লাফ দিয়া গিয়া বস্ত্রের ভিতর হইতে ছুরী বাহির করিয়া দেখাইয়া) বাস, সুরমণি আর কথা শুনতে চাই না, এস আমার সঙ্গে ।

সুরমণি—আরে বাইস রে, এ কি সর্ব্বনাশ, চলেন চলেন মহাদেবী, আমি আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য।

(কমলাবতীর সহিত সুরমণি উদয় মাণিক্যের শয়ন কক্ষে গেলও উদয় মাণিক্যকে দেখিল)

উদয় মাণিক্য—কি বৈদ্য, আর যে আমি বিছানায় থাকতে পারি না, বড়ই কষ্ট হচ্চে।

সুরমণি—মহারাজ, কিছু চিন্তা কইরেন না, আপনি ভাল হইয়া যাইবেন। দুই এক মাত্রা অসুদ সেবন কল্লেই—কাইলেই আপনি সাইরা যাইবেন।

উদয় মাণিক্য—ঔষধ! এখন কি ঔষধ খাওয়ার সময় হয়েছে?

কমলা—সময় হয়েছে মহারাজ, এই নিন।

(ঔষধের পরিবর্ত্তে সুরমণির দেওয়া বিষ, কমলাবতী উদয় মাণিক্যকে খাওয়াইয়া দিল, উদয় মাণিক্য ঘুমাইয়া পড়িল)

সুরমণি—বাস্, এখন আমি চইলা যাই।

কমলা—দাঁড়াও বৈদ্য, যতক্ষণ ঔষধ ক্রিয়া করবে না, ততক্ষণ তোমাকে যেতে দিব না।

উদয় মাণিক্য—এ কি, এ কি—জ্বলে গেল—জ্বলে গেল, বুক জ্বলে গেল, জল—জল।

কমলা—এই নিন।

(কমলাবতী উদয় মাণিক্যকে আরও বিষ খাওয়াইয়া দিল)

কমলা—প্রতিশোধ—কি আনন্দ—হাঃ হাঃ হাঃ—

(পার্শ্বের ঘরে পলায়ন—সুরমণি ও দাসীর পলায়ন)

(কমলাবতী পার্শ্বের ঘরে কাণ পাতিয়া সব কথা শুনিতে লাগিল)

উদয় মাণিক্য—জ্বলে গেল—জ্বলে গেল, বিষ—বিষ, সর্ব্বনাশ—আমার সর্ব্বনাশ করেছে, মৃত্যু, মৃত্যু চোখে কিছু দেখতে

পাচ্ছি না, সব অন্ধকার হয়ে আসছে—জল—জল—এ কি—এ কি—বিজয় মাণিক্য—বিজয় মাণিক্য—এখানে ? আমি বিশ্বাসঘাতক নই, আমি বিশ্বাসঘাতক নই। হাঁ হাঁ আমি বিশ্বাসঘাতক—আমায় ক্ষমা করো, মহারাজ, আমায় ক্ষমা করো—ক্ষমা—জ্বলে গেল, জ্বলে গেল, পুড়ে ছাড়খার হয়ে গেল—জল—জল—অনন্ত ? অনন্ত মাণিক্য ? ঐ ঐ—অনন্ত মানিক্য আমায় মারবার জন্য ছুটে আসছে—আমায় মের না, রক্ষা করো—রক্ষা করো—আমায় রক্ষা কর—কে আছ আমায় রক্ষা কর—আমি গেলাম—আমি গেলাম—জল—জল—

(জয়দেব, রঙ্গনারায়ণ ও সমরজিতের প্রবেশ)

রঙ্গনারায়ণ—এ কি, এখানে কে চীৎকার কচ্ছিল।

উদয় মাণিক্য—কে তোমরা ! কে তোমরা ! দূর হও—দূর হও—বিশ্বাসঘাতক—বিশ্বাসঘাতক। আমায় মারতে এসেছে—মেরো না—মেরো না—রক্ষা করো—রক্ষা করো—জল—জল—

রঙ্গনারায়ণ—একি সর্ব্বনাশ ! মহারাজ পাগল হলেন না কি ?

উদয় মাণিক্য—কে রঙ্গনারায়ণ ? আমায় রক্ষা করো রঙ্গনারায়ণ, আমায় রক্ষা করো—ঐ—ঐ দেখ বিজয় মাণিক্য—অনন্ত মাণিক্য—আমায় মারবার জন্য ছুটে আসছে—আর পারি না—বুক জ্বলে গেল—জল—জল—

জয়দেব—বাবা, বাবা—

(উদয় মানিক্যকে জড়াইয়া ধরিল)

রঙ্গনারায়ণ—যাও সমরজিত, বৈদ্যকে শীঘ্র ডেকে আন।

(সমরজিতের প্রস্থান)

উদয় মাণিক্য—(জয়দেবকে) কে ? কে—তুই, রঙ্গনারায়ণ, রঙ্গনারায়ণ, আমায় বাঁচাও—রক্ষা করো—আমায়— অনন্ত গলা টিপে মারচে—রক্ত—রক্ত—বিষ—বিষ— জল—জ্বলে গেল—জ্বলে গেল—জল—জল—জ—

(মৃত্যু)

(সমরজিত বৈদ্যকে লইয়া প্রবেশ)

রঙ্গনারায়ণ—বৈদ্য, বৈদ্য, শীঘ্র দেখ মহারাজের কি হয়েছে।

সুরমণি—(পরীক্ষা করিয়া) সর্ব্বনাশ, মহারাজ আর ইহ জগতে নাই।

জয়দেব—বাবা—বাবা—

(জড়াইয়া ধরিল)

রঙ্গনারায়ণ—হঠাৎ মৃত্যুর কারণ কি বৈদ্য ?

সুরমণি—কিছু বুঝতে পারলাম না সেনাপতি। (স্বগত) কমলাবতী হৈত্যা করেছে, এ কথা কইয়া দিলে কিছু টাকা পাইতাম পারি (প্রকাশ্যে) অয়—

সমরজিত—কি ভাবছ বৈদ্যরাজ ?

সুরমণি—ভাবছি, মহারাজের মৃতদেহ পরীক্ষা করবাম কি না। (নিকটে গিয়া পরীক্ষা করিয়া) আইজ্ঞা—

রঙ্গনারায়ণ—কি ?

সুরমণি—দেখছেন না, মহারাজের দেহ কালা অইয়া গেছে, মহারাজের বিষে মৃত্যু অইছে।

জয়দেব—বিষে ! বিষে ! কে বিষ খাওয়ালে ?

সুরমণি—আইজ্ঞা অভয় দিলে তাও কৈতাম পারি।

জয়দেব—তোমার কোন ভয় নাই, যদি বলতে পার পুরস্কার দিব। বাবা, বাবা—শেষে তোমার বিষে মৃত্যু হলো—(জড়াইয়া ধরিল)

কমলা—কি সর্ব্বনাশ, সুনি কি বলে।

রঙ্গনারায়ণ—যাও সমরজিত, যুবরাজকে নিয়ে যাও, যুবরাজকে সান্ত্বনা দাও গে। লোকজন ডেকে আন।

সমরজিত—আসুন যুবরাজ, এত অস্থির হবেন না।

(জয়দেবকে লইয়া প্রস্থান)

রঙ্গনারায়ণ—বৈদ্য তুমি বলতে পার কে বিষ খাওয়ালে ?

সুরমণি—আমি পারি, আমি পারি—তবে—

রঙ্গনারায়ণ—যদি বলতে পার, তোমাকে অনেক পুরস্কার দেব।

সুরমনি—আচ্ছা, আপনি আমার লগে ঐ ঘরে আইয়েন আপনারে নিরালে কৈবাম।

(সুরমণি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল, সমরজিত ও হুজুরিয়াগণের প্রবেশ। রঙ্গনারায়ণ সুরমণির সহিত একটু অগ্রসর)

সমরজিত—কোথা যাচ্ছেন আপনি ?

রঙ্গনারায়ণ—ঐ সুরমণির সঙ্গে।

সমরজিত—আসুন আপনার সঙ্গে একটি কথা আছে।

(সমরজিত ও রঙ্গনারায়ণের গোপনে আলাপ)

কমলাবতী—আচ্ছা সুরমণি তোমারও মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে।

(ছুরী লইয়া প্রস্তুত হইল, সুরমণি যেই ঐ ঘরে গেল অমনি কমলাবতী সুরমণির বুকে ছুরি মারিল)

সুরমনি—ও মা গো, মাইরা লাইলো, খুন করলো—

(চীৎকার)

(সুরমণি ভূমিতলে পতিত ও মৃত্যু, কমলাবতী পলায়ন করিল)

সমরজিত—শুনুন, শুনুন, ঐ ঘরে কে চীৎকার করলো সুরমণি না ?

রঙ্গনারায়ণ—হঁা আমারও সুরমণি বলে মনে হয়। চলো দেখে আসি ব্যাপার কি! (হুজুরিয়াগণকে) তোমরা মহারাজের দেহ বাহির কর।

(উভয়ে পার্শ্বের ঘরে গেল হুজুরিয়াগণ মৃতদেহ বাহির করিল)

সমরজিত—(সুরমণিকে দেখিয়া) এ কি? এ এখানে এমন করে পরে আছে কেন? সুরমণি—সুরমণি! এ কি সর্ব্বনাশ, খুন—খুন—

রঙ্গনারায়ণ—খুন খুন!

সমরজিত—এই দেখুন না রক্ত! এ কে কে খুন কল্লে? তাই তো।

রঙ্গনারায়ণ—(পরীক্ষা করিয়া) ছুরির আঘাতে এর মৃত্যু হইয়াছে। ষড়যন্ত্র, ষড়যন্ত্র, ভীষণ ষড়যন্ত্র।

সমরজিত—দেখুন, আমারও ষড়যন্ত্র বলে মনে হয়।

রঙ্গনারায়ণ—এ নিশ্চয়ই অমরদেবের ষড়যন্ত্র, মহারাণী জয়াবতীও নিশ্চয় এর মধ্যে আছে।

সমরজিত—দেখুন, এর একটা ব্যবস্থা না করলে হবে না।

রঙ্গনারায়ণ—নিশ্চয়ই! শীঘ্রই এর একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

(উভয়ে শয়ন কক্ষে আসিল)।

সমরজিত—অমর নিশ্চয়ই এর মধ্যে।

রঙ্গনারায়ণ—এখন থাক, তুমি মহারাজের সৎকারের ব্যবস্থা কর। এখন আমি যাই, দরবারে মহারাজের মৃত্যু ঘোষণা কর্ত্তে হবে। (প্রস্থান)

সমরজিত—(হুজুরিয়াগণকে) ঐ পার্শ্বের ঘরে সুরমণি বৈদ্যের মৃতদেহ আছে, তাহা বাহির কর।

(সকলে হাতাহাতি করে মৃতদেহ বাহির করিয়া সমরজিত ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

সমরজিত—জগত পরিবর্ত্তনশীল, উদয় মাণিক্য গেল, জয় মাণিক্য রাজা হবে। কে জানে কোন সময় জয় মাণিক্যও চলে যাবে, আর কে রাজা হবে। দেখা যাক্ কালী কি করেন। (প্রস্থান)।

(কমলাবতীর বেগে প্রবেশ)

কমলা—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ রক্ত রক্ত, ছুরি ছুরি, খুন খুন, বিষ বিষ, কি আনন্দ কি আনন্দ, নৃত্য কর নৃত্য কর, হাঃ হাঃ হাঃ—প্রতিশোধ প্রতিশোধ, উদয় মাণিক্যকে একটু বিষ গুলে খাওয়ায়ে দিলুম, বাস, আর সুরমণিকে গলায় ধরে এই ছুরি দিয়ে—

(মারবার অনুযায়ী হাত তোলা)

বাস্—বাস্ বাস্। আর আমি কেন, আমিও যাই। মা ত্রিপুরা সুন্দরী—(নিজের বুকে ছুরি মারিতে উদ্যত) না—এখানে না, এ পাপ জাগায় না, মা ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দিরে।

(বেগে প্রস্থান)

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—পথ।

(মিঠাইওয়ালার প্রবেশ)

মিঠাইওয়ালা—আর ঘুরতে পারিনা, সকাল হতে আরম্ভ করে বিকাল পর্য্যন্ত এই সমগ্র উদয়পুর সহরটি চার পাঁচবার ঘুরলেম, কিন্তু এক টাকার মিঠাইও বিক্রি করতে পারলেম না। এই উদয় মাণিক্য বেটা রাজা হওয়ার

পর থেকে এই সহরটার উপর যেন শনির দৃষ্টি পরেছে।
নাঃ—আর ঘুরবোনা, এখানে একটু বিশ্রাম করেনি।

(উপবেশন)

(কোমর হইতে পান বাহির করিয়া সাজিতে লাগিল ও মৃদু মৃদু সুরে গান গাইতে লাগিল। পান সাজা শেষ হলে পর, পান মুখে দিয়া মিঠাইয়ের টুকরীতে ঠেস দিয়া গান গাইতে লাগিল)

গান।

মেন্দি পাতা নখে পরে
আঙ্গুল গুল লাল করনা,
গুলে রাঙ্গা সোনেলা আলতা
গালে মেখে থাকনা।
(আমি) প্রাণ বঁধুয়া মজবো প্রাণে,
কেওয়া খয়ের দিলে পানে।
দেদার মিঠাই খাওয়াব আমি,
মুচকী মুচকী হাস না।

(জনৈক নগরবাসির প্রবেশ)

নগরবাসী—কি ভায়া, আজ বিক্রি ভাল হয়েছে বুঝি, তা না হলে এখানে বসে এ রকম বিতিকিচ্ছি শব্দ বাহির কর্ত্তে না।

মিঠাইওয়ালা—(লাফ দিয়া উঠিয়া) কি বেটা, আমার গানকে তুই বলিস বিতিকিচ্ছি শব্দ? বেটা, গানের গ জানিস না, আমাকে নিন্দে করতে এসেছে। জানিস্ আমি রীতিমত গান শিক্ষা করেছি, তবে এদেশে গানের আদর নাই, তাই আমাকে মিঠাইওয়ালাগিরি করতে হচ্ছে। সা—রি—গ—ম—প—

নগরবাসী—আরে থাম থাম, এখন কি গান গাবার সময়, মহারাজ এই কয়েক দিন হলো মারা গেছেন।

মিঠাইওয়ালা—আরে মহারাজ মারা গেছেন, মারা গেছেন। তাতে আমার কি, মহারাজ মরবে না তো কি আমি মরবো? যে পাপি রাজা, রাম রাম। হায় আজ বিজয় মাণিক্য কিম্বা অনন্ত মাণিক্য থাকতো, অনন্ত প্রাচীন রাজ-বংশের কেউ একজন রাজা হতো, তা হলে কি এসহরের এ অবস্থা হতো? আমি পূর্ব্বে কত টাকার মিঠাই বিক্রি করেছি, এখন এক টাকার মিঠাইও বিক্রি করতে পারিনা। হায় হায়—

(বসিয়া কাঁদিতে লাগিল)

নগরবাসী—আমি বল্লেম গান গেওনা, কিন্তু আবার যে গান ধল্লে। কোন সুরে গান গাচ্ছ?

মিঠাইওয়ালা—(লাফ দিয়া উঠিয়া) কি বেটা, আমি কাঁদছি, আর এ বেটা বলে কি না—আমি গান গাচ্ছি। বেটা আমার গান কি এতই খারাপ? (নগরবাসিরকাণের নিকট গিয়া) সা, রি, গ, ম, প—

নগরবাসী—আরে বাবা, কান ফেটে গেল, না বাবা আমি পালাই।

(পলায়ন উদ্যত)

মিঠাইওয়ালা—(নগরবাসীর গলা ধরিয়া) কোথায় যাচ্ছ সোণার চাঁদ, আমি তোমাকে গান শিখাব।

নগরবাসী—আমি গান শিখবো না, আমি গান শিখবো না।

মিঠাইওয়ালা—তোকে শিখতে হবে, আমার সঙ্গে গান ধর। (১) সা— (৩) রি— (৫) গ— (৭) ম— (৯) প—

নগরবাসী—(২) সা— (৪) রি— (৬) গ— (৮) ম—(১০) প—

মিঠাইওয়ালা —দূর বেটা বে-সুরা যা দূর হয়ে।

(নগরবাসীকে ছেড়ে দিল ও সামনে একটু অগ্রসর হইয়া একমনে)

মিঠাইওয়ালা—সা—রি—গ—ম—প,—গমপ—গমপ—পমগরিসা

(সে দিকে নগরবাসী টুকরী হইতে মিঠাই বাহির করিয়া খাইতে লাগিল)

স—রি—গামার আলাপ শেষ হইলে মিঠাইওয়ালা তাহা দেখিতে পাইল ও নগরবাসীকে মারিতে গেল কিন্তু মুখে)

মিঠাইওয়ালা—বেটা শালা, গমপ—গমপ— বেটা গমপ—বেটা ছোঁচ—ইত্যাদি।

(নগরবাসীর পলায়ন, পিছনে মিঠাইর টুকরী লইয়া মিঠাইওয়ালা দৌড়াইয়া প্রস্থান, কিন্তু মুখে তখনও প—ম—গরিসা—গমপ—গমপ ইত্যাদি)

তৃতীয় দৃশ্য।

(স্থান—রঙ্গনারায়ণের গোমতী নদীর তীরস্থ আমোদাগারের কক্ষ)

(রঙ্গনারায়ণ ও তাহার ১ম ও ২য় সহচরের প্রবেশ)

রঙ্গনারায়ণ—দেখ আজ আমাদের উপর এক গুরুতর কার্য্যের ভার আছে। আমাদের নূতন রাজবংশকে দৃঢ় করবার জন্য, রক্ষা করবার জন্য, প্রচীন রাজবংশটীকে একবারে নির্ম্মূল করতে হবে। এই প্রাচীন রাজবংশ যতদিন থাকবে, ততদিন আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না।

১ম সহচর—সেনাপতি যাহা বলেছেন তাহা ঠিক। এই প্রাচীন রাজবংশ যতদিন থাকবে, ততদিন আমাদিগকে স্থির থাকা সম্ভব নহে। (২য় সহচরকে) তুমি কি বল?

২য় সহচর—নিশ্চয়ই, প্রাচীন রাজবংশের একটি লোক যতদিন জীবিত থাকবে, ততদিন এই নূতন রাজবংশের সিংহাসন আশঙ্কার মধ্যে থাকবে, এবং আমাদের যখন এই নূতন

রাজবংশের সহিত সম্পর্ক, তখন উদয় মাণিক্যের বংশ যাতে সর্বদা সিংহাসন দখল করে থাকতে পারে, সেই চেষ্টা আমাদের করা উচিত।

রঙ্গনারায়ণ—সেইজন্যই তো আমরা প্রাচীন রাজবংশ ধ্বংস করতে মানস করেছি। বর্ত্তমান সময়ে প্রাচীন রাজ বংশের মধ্যে অমরদেবই প্রধান ও সব চেয়ে বুদ্ধিমান আর আমরা খবর পেয়েছি যে, মহারাণী জয়াবতী তাঁকে বিদ্রোহী করতে চেষ্টা কচ্ছে। অতএব এখন আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য অমরদেবকে হত্যা করা।

১ম সহচর—অমরদেব! অমরদেবকে হত্যা করা সহজ কথা নয়। সে ভয়ানক লোক, তাঁকে কি হত্যা করতে পারা যাবে সেনাপতি?

রঙ্গনারায়ণ—কেন পারা যাবে না? তোমাদিগকে কিছু চিন্তা করতে হবে না। আমি সব ঠিক করেছি। অমরদেবকে আজকেই, এখনই, এখানে হত্যা করা হবে। তোমরা মাত্র আমার সাহায্য করবে।

(সমরজিতের প্রবেশ)

সমরজিত—এই যে আপনি এখানে, অমর আসতেছে, সব ঠিক রেখেছেন তো? প্রথমে সে আসতে চায় নাই, আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা না করলে আপনি বড়ই দুঃখিত হবেন, এ কথা বলাতে অগত্যা সম্মত হলো।

রঙ্গনারায়ণ—বেশ ভাল, তা হলে আজকেই অমরের ইহ লীলা সাঙ্গ হবে। তারপর রুদ্রপ্রতাপকেও—আচ্ছা রুদ্রপ্রতাপ কি আসবে না?

সমরজিত—সে নিশ্চয়ই আসবে, আপনার নিমন্ত্রণ সে নিশ্চয়ই রক্ষা করবে।

রঙ্গনারায়ণ—অমরের সঙ্গে রুদ্রপ্রতাপকে কেন নিমন্ত্রণ করেছি জান?

সমরজিত—না!

রঙ্গনারায়ণ—অমর ও রুদ্রপ্রতাপকে আজ খুব বেশী করে মদ্য পান করাতে হবে। তারপর আমরা অমরকে হত্যা করে এ স্থান ত্যাগ করে চলে যাব। এবং কাল সকালে প্রকাশ করে দেব যে রুদ্রপ্রতাপ অমরকে হত্যা করেছে। তারপর কি হবে তা তো জানই, রাজ আদেশে রুদ্রপ্রতাপের প্রাণদণ্ড।

সমরজিত—উত্তম পরামর্শ, তা হলে অমরের ও রুদ্রপ্রতাপের দিন শেষ হয়ে এসেছে।

রঙ্গনারায়ণ—যদি অমরকে আর রুদ্রপ্রতাপকে শেষ করতে পারি, তা হলে উদয় মাণিক্যের বংশের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে পারে এ রকম লোক আর কেউ থাকবে না। তারপর (স্বগত) উদয় মাণিক্য যে পথ দেখিয়ে গেছেন, সে পথ আমাকে অবলম্বন করতে হবে। অনন্ত মাণিক্যের মত জয় মাণিক্যের অবস্থা করতে হবে।

সমরজিত— তার পর কি?

রঙ্গনারায়ণ- না না কিছু না, তারপর—রুদ্রপ্রতাপ এখনও এলো না।

সমরজিত—(স্বগত) আমায় কথা লুকাচ্ছ, আমি তোমাকে আরও উর্দ্ধে তুলে আরও কিছু বড় করে যমের হাতে তুলে দেব। তারপর উদয় মাণিক্য যে পথ দেখিয়ে গেছেন,

আমাকে সে পথ অবলম্বন করতে হবে। (প্রকাশ্যে) ঐ সেনাপতি রুদ্রপ্রতাপ আসতেছেন।

(রুদ্রপ্রতাপের প্রবেশ)

রঙ্গনারায়ণ—এই যে সেনাপতি বাহাদুর, আসুন আসুন। আপনার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি।

রুদ্রপ্রতাপ—আজ্ঞে আসতে একটুক বিলম্ব হয়ে গেল, তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করুন। (স্বগত) আমি শুনেছি, এ দ্বারের আড়াল থেকে এদের সব অভিসন্ধি বুঝে নিয়েছি অমরকে আজ যে কোন প্রকারে বাঁচাতে হবেই হবে।

সমরজিত—কি সেনাপতি, এত চিন্তিত কেন? শরীর খারাপ নাকি?

রুদ্রপ্রতাপ—হাঁ, আজ আমার শরীরটা তত ভাল না, কেবল সেনাপতি বাহাদুরের নিমন্ত্রণ বলে এসেছি।

(অমরদেবের প্রবেশ)

রঙ্গনারায়ণ—আসুন, আসুন, কুমার বাহাদুর, আপনার জন্যই আমি এই ক্ষুদ্র আয়োজন করেছি। আজ আমার বড়ই সৌভাগ্য বলে আপনি এসেছেন। আমি নিজে গিয়ে আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে পারি নাই বলে, আশাকরি আপনি কিছু মনে করবেন না।

অমর—না না, আপনি আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন, এ আমার পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয়, আপনি হলেন এখন ত্রিপুরার প্রধান সেনাপতি।

সমরজিত—আপনার অনুমতি হলে, এখন নর্তকিগণকে ডাকতে পারি। এই কে আছ—নর্তকিগণকে পাঠিয়ে দাও।

(একজন ভৃত্য থালাতে করিয়া পান ইত্যাদি আনিল আর একজন ভৃত্য থালায় করিয়া কয়েক বোতল সুরা ও কয়েটি পাত্র আনিল)

সমরজিত—(অমরকে) কিছু নিবেন—খুব ভাল, এ মুসলমানী সিরাজী।

অমর—আজ্ঞে না, আজ আমার মদ্য পান করবার ইচ্ছা নাই।

রঙ্গনারায়ণ—আপনাকে নিতে হবেই, তা না হলে আমি বড়ই দুঃখিত হব।

অমর—আচ্ছা। (একপাত্র সুরা লইল)

সমরজিত—(রুদ্রপ্রতাপকে) আপনিও কিছু নিন না ?

রুদ্রপ্রতাপ—আজ্ঞে আমাকে মার্জ্জনা করুন, আমি আজ কাল মদ পান করি না।

(নর্ত্তকিগণের প্রবেশ)

রঙ্গনারায়ণ—ভাল দেখে একটা গান ধর।

(নর্ত্তকিগণের গান, অমর একটু একটু সুরা পান করিতে লাগিল, রঙ্গনারায়ণ ও সমরজিত মাঝে মাঝে বাহার দিতে লাগিল, রুদ্রপ্রতাপ চিন্তিত)

নর্ত্তকিগণের গীত।

পিয়া ক'াহা গিয়া মারী ছাতিমে কটারী।
হৃদিকা জিন্দেগী ম্যারা, রোশনি হামারী।।
জনম ভর সাধা, আশে সে প্রাণ বাঁধা,
তোরে লাগিয়া ম্যাই ● পিয়ারা মেরী।।
তোরে লাগিয়া ম্যারা আঁখিয়া ঝুরত রহে,
ঝরত দরদর ধারা মেরী আঁখি।
জহর মাঙ্গি লেঙ্গে, তোয়া স্মরি পিয়াঙ্গে,
জনক লুটায়ে দেঙ্গে চরণে তোঁহারী।

২য় সহচর—ধর ধর, আর একটা গান ধর, আরও ভাল দেখে ধর।

(রুদ্রপ্রতাপ অমরের নিকট গিয়া অমরকে দেখাইয়া কয়েকটী পানের পাতা নখ দ্বারা চিঁড়িল)

অমর—(স্বগত) তাইতো! রুদ্রপ্রতাপ আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে পান চিড়ছে কেন? নিশ্চয়ই এ আতঙ্কের চিহ্ন। না আর আমার এখানে থাকা উচিত নয়।

২য় সহচর—কৈ একটা গান টান এখন পর্য্যন্ত ধর্লে না যে।

রঙ্গনারায়ণ—আসুন কুমার বাহাদুর, আর একটু স্ফূর্ত্তি চলুক, তারপর খাওয়া দাওয়া করা যাবে।

সমরজিত—কি সেনাপতি, আসুন একটু পান করুন, আমার অনুরোধ আপনাকে রক্ষা করতেই হবে।

অমর—দেখুন, আমার শরীর কাল হতেই একটু খারাপ ছিল, একটু পূর্ব্বে বেশ ভাল ছিলাম, কিন্তু এখন হঠাৎ অত্যন্ত খারাপ বোধ হচ্ছে। আমাকে মার্জ্জনা করুন, আমাকে আজকে ছেড়ে দিন। (প্রস্থান উদ্যত)

রঙ্গনারায়ণ—একটু দাঁড়ান। (স্বগত) তাইতো, টের পেল নাকি? না আর বিলম্ব করা যায় না, প্রকাশ্যেই হত্যা করতে হবে। (নর্ত্তকীগণের প্রতি) তোমরা যাও। সমরজিত!

(সমরজিত অমনি তরবারী বাহির করিল)

(নর্ত্তকীগণের প্রস্থান)

সমরজিত—প্রস্তুত আছি!

রঙ্গনারায়ণ—(তরোয়াল বাহির করিয়া) দাঁড়াও অমর, তোমাকে আজ বাড়ীতে ফিরে যেতে হবে না। (সহচরগণের দিকে ফিরিয়া) প্রস্তুত হও।

(সহচরগণ তরোয়াল বাহির করিল)

অমর—সাবধান রঙ্গনারায়ণ, তুমি ভুলে যাচ্ছ, তুমি অমরের সম্মুখে।

(তরোয়াল বাহির করিল)

রুদ্রপ্রতাপ—ভয় নাই কুমার, আমি আছি, (তরবারী বাহির)

রঙ্গনারায়ণ, সমরজিত, এ তোমাদের চমৎকার অতিথি সৎকার !

রঙ্গনারায়ণ—রুদ্রপ্রতাপ, তা হলে তুমিও মর্ত্তে চাও ?

(হাত তালি দিল সৈন্যগণ অমরও রুদ্রপ্রতাপের পিছন হইতে আক্রমণ করিল। উভয় পক্ষের যুদ্ধ একজন সৈন্য হত হইল, ১ম সহচর আহত হইল ও হাত হইতে তরোয়াল ফেলে দিল অমর ও রুদ্রপ্রতাপ পলায়ন করিল)

রঙ্গনারায়ণ—সব নষ্ট হয়ে গেল, সব পণ্ড হয়ে গেল।

সমরজিত—তাইতো, এখন উপায় কি ?

রঙ্গনারায়ণ—ছিঃ ছিঃ আমরা এতজন, দুই জনকে হারাতে পার্লেম না।

১ম সহচর—সেনাপতি, আমি তো পূর্ব্বেই বলেছি, অমরদেবকে পারা যাবে না, তার উপর আবার রুদ্রপ্রতাপ।

রঙ্গনারায়ণ—দূরহ কাপুরুষ এখান থেকে।

১ম সহচর—(স্বগত) আ হা হা, নিজে কি বীর পুরুষরে !

সমরজিত—চলুন এখান থেকে চলে যাই, এখন অমর ও রুদ্রপ্রতাপকে প্রকাশ্যে বিদ্রোহী বলে দমন কর্ত্তে হবে।

রঙ্গনারায়ণ—চল (২য়—সহচরকে) এই মৃত সৈনিককে কিল্লাতে লইয়া যাও।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—চণ্ডিগড় কক্ষ।

(জয়াবতী ও অমরের প্রবেশ)

জয়াবতী—কেমন অমর, আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলেছি যে,

তোমাকে সতর্ক হয়ে চলতে হবে। এখন তোমাকে প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হতে হবে। মনে রেখ অমর, এ প্রাচীন রাজবংশের পুনঃউদ্ধারের ভার তোমার উপর ন্যস্ত রহিল। তোমাকে ত্রিপুরার প্রাচীন সিংহাসনে বসতে হবে।

অমর—(চিন্তিত) আমাকে—

জয়াবতী—হাঁ তোমাকে, এই প্রাচীন সিংহাসনে বসতে হবে। তুমি এখন আমাদের একমাত্র ভরসা, তুমি কেন ভুলে যাচ্ছ যে, তুমি বঙ্গ বিজেতা বিজয় মাণিক্যের বংশধর, তুমি এমন করে গুরুতর কার্য্যে অবহেলা করলে, চলবে কেন অমর? অমর—অমর, এ প্রাচীন রাজবংশ কি চিরকালের জন্য ডুবে যাবে? এ বংশ কি কোন দিন উদ্ধার হবে না? আর এ হতভাগিনী বিধবাকে আর কতকাল একাকী একাকী এ পৃথিবীতে থাকতে হবে।

অমর—(স্বগত) বাস্তবিকই তো, আমাদের বংশ কি চিরকালের জন্য যাবে? আর এ মহাদেবী পতি বিরহিণী আর কত কাল এ মর সংসারে এ রকম ভাবে থাকবে? আর রঙ্গনারায়ণের দুর্ব্ব্যবহার—নাঃ (প্রকাশ্যে) মহাদেবী, আমি প্রস্তুত আছি, আপনার আশীর্ব্বাদে আমি নিশ্চয়ই এই কার্য্য উদ্ধার করতে পারবো।

জয়াবতী—আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, অমর, তুমি শীঘ্রই রাজা হও, শীঘ্রই প্রাচীন রাজ বংশটীকে উদ্ধার করতে সমর্থ হও। (স্বগত) পতি, প্রভো, আর একটু সময়

দাও, আমি শীঘ্রই আসবো, তোমার চরণ সেবা কর্ত্তে আমি শীঘ্রই আসবো। (প্রস্থান)

(বলিভীমের প্রবেশ)

অমর—দেখ বলিভীম, আমি আর থাকতে পাচ্ছি না, এই প্রাচীন রাজ্যটীকে উদয় মাণিক্যের পুত্র জয় মাণিক্য ভোগ করবে, এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না।

বলিভীম— এইতো কথার মত কথা, আমি তো অনেক দিন ধরে আপনাকে বলে আসছি যে, আপনার একটু ইঙ্গিত পেলে, আপনার এ দাস একবার চেষ্টা করে দেখতে পারে।

অমর—এখন সময় হয়েছে, কিন্তু তখন সময় হয়েছিল না বলিভীম। এখন আমাদিগকে প্রকাশ্যে যুদ্ধ করতে হবে, যদিও আমার সৈন্য কম, তবুও—

বলিভীম—এ বিষয় আপনি কোন চিন্তা করবেন না! আপনি আদেশ করুন, আমি অবিলম্বে গুপ্তচর উদয়পুরে প্রেরণ করি, এবং নূতন সৈন্যদল গঠন করতে আরম্ভ করি।

অমর—তুমি সৈন্যদল গঠন করতে পার, কিন্তু উদয়পুরে গুপ্তচর প্রেরণ করবার কোন দরকার নাই। সেখানে সেনাপতি রুদ্রপ্রতাপ আছেন, তিনি সমস্ত সংবাদ আমাকে দিবেন। চন্তাইও আমাদিগকে সাহায্য করবেন।

বলিভীম—আমি তা হলে নূতন সৈন্যদল গঠন কার্য্য আরম্ভ করতে পারি, এবং বর্ত্তমানে আমাদের যে সব সৈন্য আছে,

তাহাদিগকে প্রস্তুত হতে বলিগে।

(বেগে দূতের প্রবেশ)

দূত—কুমিল্লার থানাতে আমাদিগকে আক্রমণ করবার জন্য, উদয়পুর হতে হুকুম আসিয়াছে! কুমিল্লার রাজ সরকারী সৈন্য শীঘ্রই আমাদিগকে আক্রমণ করবে।

অমর—সর্ব্বনাশ! যাও বলিভীম, যুদ্ধের জন্য শীঘ্রই প্রস্তুত হও।

(দূতের প্রস্থান ও বলিভীমের প্রস্থান উদ্যত, অপর দিক হতে রুদ্রপ্রতাপের প্রবেশ)

রুদ্রপ্রতাপ—কোথা যাও সেনাপতি।

অমর—এই যে রুদ্রপ্রতাপ, তুমি কখন এলে? সংবাদ ভাল কি?

রুদ্রপ্রতাপ—সংবাদ ভাল কি মন্দ, তা বলবার এখন আমার সময় নাই, আমি এখন একটু স্ফূর্ত্তি চাই, একটু আমোদ চাই।

বলিভীম—একি আমোদ করবার সময় সেনাপতি?

রুদ্রপ্রতাপ—আরে তুমি বুঝ কি, এই আমোদ করবার সময়।

অমর—এখন সংবাদ কি বল? যাও বলিভীম, তুমি শীঘ্র কুমিল্লায় সরকারী থানা আক্রমণ করগে।

রুদ্রপ্রতাপ—আরে আর তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে না সেনাপতি।

অমর—তোমার কি হয়েছে সেনাপতি? তোমার—

রুদ্রপ্রতাপ—আমার মাথা ঠিক আছে কুমার, আমি বলছি কুমিল্লার রাজ সরকারী সৈন্য তোমাকে আক্রমণ করবে না, তা'রা তোমাকে সাহায্য করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

অমর—তা'রা আমাকে সাহায্য করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে?

এ যে আমি কিছুতেই বিশ্বাস কর্ত্তে পাচ্ছি না সেনাপতি।

রুদ্রপ্রতাপ—কুমার, তুমি বিশ্বাস কর কি না কর, তা তোমার খুশী, কিন্তু আমি বলছি তাহারা তোমাকে সাহায্য করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

বলিভীম—আপনি কি নিজে দেখে এসেছেন সেনাপতি ?

রুদ্রপ্রতাপ—আমি দেখে আসবো কেন, উদয়পুর হতে আসবার সময় আমি নিজে থানায় থানাদারের সঙ্গে দেখা করি, ও তাকে আমাদের দলে ভুক্ত করি। আমি তাকে বুঝাই যে, অমরদেবই ত্রিপুরার প্রকৃত রাজা, জয় মাণিক্য একটি বিশ্বাসঘাতকের পুত্র মাত্র।

অমর—রুদ্রপ্রতাপ, রুদ্রপ্রতাপ, তোমার এ ঋণ পরিশোধ করতে আমি এ জন্মে পারবো না। তোমার নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ রইলেম।

রুদ্রপ্রতাপ—কুমার, তোমাকে ঋণ শুদ্‌তে হবে না, এ যে আমার কর্ত্তব্য, আমি যে তোমাদের ভৃত্য। হার স্বর্গীয় মহারাজ বিজয় মাণিক্য আমাকে—থাক্ সে সব কথা। আরও সংবাদ আছে কুমার, খুব ভাল সংবাদ।

অমর—ভাল সংবাদ ? আরও ভাল সংবাদ? উদয়পুরের কি ? তা এতক্ষণ বল নাই কেন সেনাপতি ?

রুদ্রপ্রতাপ—আমাকে বলতে দিলে কৈ? তুমি সমরজিতকে দেখবে ? তবে দুঃখের বিষয়—আমি তোমাকে শুধু মাথাটি দেখাতে পারবো। রামচন্দ্র—

রামচন্দ্র—(নেপথ্যে) আজ্ঞে—

রুদ্রপ্রতাপ—নিয়ে আয়।

(থালায় করিয়া সমরজিতের মাথা লইয়া রামচন্দ্রের প্রবেশ)

অমর ও বলিভীম—একি ! একি !

রুদ্রপ্রতাপ—এ সমরজিতের মাথা।

অমর—বেচারার এ দুর্গতি কে কল্লে ?

রুদ্রপ্রতাপ—বেচারা নয় কুমার, এ পাষণ্ড, অনন্ত মাণিক্যকে হত্যা করেছে, অল্পের জন্য সে দিন রাত্রে তোমাকে হত্যা করতে পারে নাই।

বলিভীম—একে কেমন করে হত্যা করলেন সেনাপতি ?

রুদ্রপ্রতাপ—কেমন করে হত্যা করেছি? তবে শোন, রঙ্গনারায়ণ একে একটি পত্র লিখে, সে পত্র আমি রাস্তায় ধরি, এবং পত্রবাহককে বন্দী করি। সে পত্রে লিখিয়াছিল, সমরজিত, তুমি অবিলম্বে পনর সহস্র সৈন্য নিয়ে চণ্ডিগড়ে অমরকে আক্রমণ কর। আমি কুমিল্লাতে হুকুম পাঠিয়েছি, কুমিল্লার সৈন্য তোমার পূর্ব্বে অমরকে আক্রমণ করবে।

অমর ও বলিভীম—তারপর—তারপর ?

রুদ্রপ্রতাপ—তারপর আমি রঙ্গনারায়ণের লেখা নকল করে, একটি পত্র লিখি ও আমার একজন বিশ্বস্ত লোক মারফত সমরজিতকে পাঠিয়ে দিই। সে পত্রেতে আমি লিখি, সমরজিত তোমার চিন্তার কোন কারণ নাই, অমর কুমিল্লার সরকারী সৈন্যের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে ! এখন তোমাকে কিছু কর্ত্তে হবে না।

বলিভীম—তা সমরজিতের মাথা কাটলেন কি করে ?

রুদ্রপ্রতাপ—আরে শোন না। সেই পত্র পাঠ করে সমরজিত এত

(রঙ্গনারায়ণের প্রবেশ)

রঙ্গনারায়ণ—থাম্ থাম্, দূর হও, দূর হও এখান থেকে, তোরাইতো সর্ব্বনাশ কল্লি।

(নর্ত্তকীগণের প্রস্থান)

১ম ইয়ার—এ শালা বদরসিক বেটা সব নষ্ট কল্লে। বেটার খ-ঈ, জ্ঞান নাই, বেটা একটা শালগ্রাম।

রঙ্গনারায়ণ—জয় মাণিক্য, তুমি এখানে এমন করে মদ মাগী নিয়ে থাকবে, আর সেদিকে অমর বিদ্রোহী হয়েছে, পূর্ব্ব, উত্তর, দক্ষিণ সকল প্রদেশেই বিদ্রোহ হবার ভাব দেখা যাচ্ছে। আমাকে কেউ মানতে চায় না, হয়তো তোমাকে দেখলে প্রজাসাধারণ কিছু মানতেও পারে। তোমাকে অন্ততঃ কয়েকদিন আমার সঙ্গে ঘুরতে হবে।

জয় মাণিক্য—আপনি বলেন কি মামা? অমরদেব বিদ্রোহী হবে আমার বিরুদ্ধে?

রঙ্গনারায়ণ—বিদ্রোহী হবে কেন, বিদ্রোহী হয়েছে। আর একথা তুমি মনে রেখো, আমরা যদি পরাজিত হই, তাহলে তোমার আমার মৃত্যু অনিবার্য্য।

জয় মাণিক্য—এসব কথা পূর্ব্বে আমাকে বলেন নাই কেন? তাই তো—

রঙ্গনারায়ণ—তোমাকে বলবার কোন প্রয়োজন হয় নাই, তাই বলি নাই। চিন্তার কোন কারণ নাই, সমরজিত প্রায় বিশ সহস্র সৈন্য নিয়ে অমরকে বন্দী করতে গিয়াছে, হয়তো এতক্ষণ অমরকে বন্দী করে উদয়পুর নিয়ে আসছে, কিন্তু তবুও আমাদিগকে প্রস্তুত থাকা উচিত।

জয় মাণিক্য—আপনি যখন আছেন, তখন আমার চিন্তার কোন কারণ নাই ।

(বেগে এক জন সৈন্য সমরজিতের মাথা লইয়া প্রবেশ করিল)

রঙ্গনারায়ণ—কি কি, তোমার হাতে ওটা কি ?

সৈন্য—কিল্লার দেওয়ালের বাহির হতে একজন লোক এই মাথাটা কিল্লার ভিতর ছুড়ে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেছে, আমরা গুলি করেছিলেম, কিন্তু লাগে নাই ।

রঙ্গনারায়ণ—(মাথা পরীক্ষা করিয়া) এই সর্ব্বনাশ! এই যে সমরজিতের মাথা—সর্ব্বনাশ ! সর্ব্বনাশ ! এখন উপায় কি ? হায় সমরজিত শেষকালে তোমার কপালে এই ছিল !

ইয়ারগণ—আরে বাবা, হে হরি, মা ত্রিপুরাসুন্দরী রক্ষা কর, হে মধুসূদন এ অধমকে বাঁচাও, যার যেমন ইচ্ছা— (গোলযোগ ইত্যাদি)

জয় মাণিক্য— মামা, মামা, এখন তা হলে উপায় কি ?

রঙ্গনারায়ণ—এখন আর উপায় দেখছি না । অমরের হাতে নিশ্চই সমরজিতের বিশালবাহিনী পরাজিত হয়েছে, তা না হলে এরকম অবস্থা হতে পারে না । এখন আর উপায় দেখছি না ।

(একজন সৈন্যের বেগে প্রবেশ)

সৈন্য—সর্ব্বনাশ হয়েছে, সর্ব্বনাশ হয়েছে ।

রঙ্গনারায়ণ—আরে কি হয়েছে বল না ?

সৈন্য—এক বিশাল বাহিনী আমাদের কিল্লা ঘিরে ফেলেছে, শীঘ্রই কিল্লা আক্রমণ করবে।

(নেপথ্যে জয় অমর মাণিক্যের জয়, বন্দুকের আওয়াজ, কামানের আওয়াজ হইতে লাগিল)

ইয়ারগণ—সর্ব্বনাশ, পালা, পালা—(চারিদিকে ছুটা ছুটী)

(সমরজিতের মাথা ফেলিয়া সৈন্যের পলায়ন)

রঙ্গনারায়ণ—জয় জয়—আর রক্ষা নাই, আর রক্ষা নাই। অমর এসেছে, আমাদের পলায়ন ভিন্ন আর গতি নাই।

জয় মাণিক্য—ছিঃ একি বল্লেন মামা, আমরা ক্ষত্রিয় হয়ে পালিয়ে যাব ?

রঙ্গনারায়ণ— হ্যাঁ ঠিক্ বলেচ.আমরা পালাব কেন ?

(নেপথ্যে রূদ্রপ্রতাপ, আক্রমণ কর, আক্রমণ কর)

বলিভীম—বল জয় অমর মাণিক্যের জয়, মহারাণী জয়াবতীর জয়, মা ত্রিপুরাসুন্দরীর জয়, সকলের (জয়ধ্বনি)

ইয়ারগণ—ছুটা ছুটী করিতে লাগি— আমরা যাব কোথা ইত্যাদি বলিতে লাগিল, সমরজিতের মাথা মাটিতে পড়িয়া রহিল. ইয়ারগণ পলায়ন করিল)

(দুইজন সৈনিকের প্রবেশ)

১ম সৈনিক—সেনাপতি. সেনাপতি, আদেশ করুণ, আমাদের কি কর্ত্তে হবে ! কিল্লা যে দখল কল্লো বলে।

২য় সৈনিক—(সমরজিতের মাথা দেখিয়া) সর্ব্বনাশ ! সমরজিতের পূর্ব্বেই মৃত্যু হয়েছে, তা হলে উপায় নেই।

(নেপথ্যে—সকলের—জয় অমর মাণিক্যের জয়, জয় মহারাণী জয়াবতীর জয়, মার মার কাট কাট ইত্যাদি ও কামানের বন্দুকের ধ্বনি হইতে লাগিল)

(সৈনিকদ্বয়ের পলায়ন)

(একজন দূতের প্রবেশ)

দূত—(হাপাইতে ২) সেনাপতি, সেনাপতি, অগন সময় আচে—সমরজিত যুদ্ধে পরাজিত অয় ন. গুপ্ত হৈত্যাকারী তারে হৈত্যা কইরগে, তার বিশাল বাইনি অগন মরে, নতারা অগন আচে। নতারা আপনার লাগি—অগন যুদ্ধ কৈর্তে ছারে।

রঙ্গনারায়ণ—বল কি—বল কি, সমরজিতের বাহিনী এখনও বিনষ্ট হয় নাই? তা হলে এখনও উপায় আছে। কে কোথায় আছ, যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর—যাও দূত সকলকে এ সুসংবাদ বলগে।

(নেপথ্যে জয় অমর মাণিক্যের জয়, জয় মা ত্রিপুরাসুন্দরীর জয়। জয় কালী, জয় ভবানী। বন্দুকের শব্দ ইত্যাদি)

দূত—আরে বাপরে বাপ, চৌদ্দ গাঁ অইতে ইয়াং চাকরী কৈর্তে আই, আঁর হরান বারগৈ;

(নেপথ্যে—জয় অমর মাণিক্যের জয়—কালী—কালী এক দিকে দূতের প্রস্থান অপরদিক হইতে, রুদ্রপ্রতাপ, অমর, বলিভীম ও চারিজন সৈন্য রঙ্গনারায়ণের দশ জন সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ ও যুদ্ধ করিতে লাগিল)

রঙ্গনারায়ণ—(তরওয়াল বাহির করিয়া) ভয় নাই—ভয় নাই, যুদ্ধ কর—যুদ্ধ কর।

(রঙ্গনারায়ণের আরও দশ জন সৈন্যের প্রবেশ)

রঙ্গনারায়ণ—আক্রমণ কর সৈন্যগণ, আক্রমণ কর। সমরজিতের বিশালবাহিনী এখনও বিনিষ্ট হয় নাই, এখনও উপায় আছে।

সৈন্যগণ—জয় মহারাজ জয়মাণিক্যের জয়, জয় সেনাপতি রঙ্গনারায়ণের জয়।

(সকলের আক্রমণ)

রুদ্রপ্রতাপ—থাম সৈন্যগণ, তোমরা কার পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করছ জান? জয়মাণিক্য এক বিশ্বাস ঘাতকের পুত্র, আর এ অমর মাণিক্য প্রাচীন ত্রিপুরার রাজ-বংশের একমাত্র কুলরবি।

(রঙ্গনারায়ণ সৈন্যগণ মাথা নিচু করিয়া রহিল)

রঙ্গনারায়ণ—সৈন্যগণ, আক্রমণ কর, আক্রমণ, এখনও সময় আছে।

১ম সৈন্য— নাঃ আমরা প্রাচীন রাজ-বংশের বিরুদ্ধে হাত তুলবো না— বল সকলে মহারাজ অমর মাণিক্যের জয়।

(সকলের জয়ধ্বনি)

(সৈন্যগণ অমরের পক্ষাবলম্বন করিল)

রুদ্রপ্রতাপ—সৈন্যগণ, কর এই দুই নরাধমকে বন্দী।

(রঙ্গনারায়ণ পলায়ণ করবার জন্য একটু অগ্রসর হইল)

জয় মাণিক্য—ছিঃ মামা পালাও কোথায়?

(রঙ্গনারায়ণ পলায়ন করিল না, সৈন্যগণ বন্দী করিতে গেল)

রঙ্গনারায়ণ—রুদ্রপ্রতাপ, যদি ক্ষত্রিয় হও, তবে আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর।

অমর—খুব ভাল কথা, সেনাপতি, তুমি রঙ্গনারায়ণের সঙ্গে যুদ্ধ কর, আমি জয় মাণিক্যের সঙ্গে যুদ্ধ করি। এস জয়মাণিক্য।

জয় মাণিক্য—(অর্দ্ধেক তরোয়াল বাহির করিয়া পুনঃ বন্ধ করিয়া) নাঃ অমরদেব, আমার পিতা যে বিশ্বাস ঘাতকতা

করেছিলেন, তারজন্য আমার বড়ই অনুতাপ হচ্ছে। আমি তোমার বংশের উপর, প্রাচীন রাজবংশের উপর হাত তুলতে চাই না। (আত্মহত্যা করিল)

(অমর দৌড়াইয়া জয়মাণিক্যর মৃত দেহের নিকট গেল)

রঙ্গনারায়ণ—একি সর্ব্বনাশ! তা হলে আমি কেন কাপুরুষের মত মরি! আস রুদ্রপ্রতাপ—

(উভয়ের যুদ্ধ, রঙ্গনারায়ণের মৃত্যু)

অমর—হায় হতভাগ্য, তোমার পিতার কুমতি হওয়ার পূর্ব্বে, তোমার সঙ্গে ছেলে বেলায় কত খেলেছি। তখন তোমার এ অবস্থা হবে, তাহা আমি ঘুণাক্ষরেও মনে করি নাই। জয়, জয়, আমার বাল্যসখা, তোমার নিকট আমি যদি কোন অপরাধ করে থাকি, তা হলে আমায় ক্ষমা কর।

বলিভীম—উঠুক মহারাজ, আর শোক করে কি হবে, যা হবার তা হয়েছে।

অমর—বলিভীম, আমি যে কিছুতেই জয় মাণিক্যের সঙ্গে বাল্যকালের খেলা ও তার সরল চরিত্র ভুলতে পাচ্ছি না। (মস্তক অবনতকরন)

রুদ্রপ্রতাপ—এখন কি আদেশ বলুন, আমাদিগের আর কি কর্ত্তে হবে?

অমর—আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য, এই দুই মৃত দেহের সৎগতি করা। যাও, এই দুই মৃতদেহ সসম্মানে এখান হতে নিয়ে যাও।

(রুদ্রপ্রতাপের কয়েক জন সৈন্য লইয়া জয় মাণিক্যের মৃত দেহ খাটে করিয়া ও রঙ্গনারায়ণের মৃত দেহ লইয়া প্রস্থান)

(অন্যদিক হইতে জয়াবতীরপ্রবেশ)

অমর—এ কি ? মহাদেবী, আপনি এখানে !

জয়াবতী—হাঁ অমর, আমি তোমার পিছনে পিছনে আসছিলেম, আমার দৃঢ় ধারণা ছিল তুমি জয়ী হবে। তাই এখানে তোমার সঙ্গে দেখা—

অমর—মহাদেবীর আদেশ হলে, আমি নিজেই আপনার মিকট উপস্থিত হতেম ।

জয়াবতী—না অমর আমি ধৈর্য্য ধরে আর থাকতে পারি নাই, এ সংসারে আমার আর এক মূহুর্ত্ত থাকবারইচ্ছা নাই। তাই এখানে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তা হলে আমি এখন যাই। তিনি কি করে একা একা থাকবেন, আমাকে যত শীঘ্র পারাযায় তাঁর নিকট যাওয়া উচিত।

অমর—সে কি মহাদেবী !

জয়াবতী—না অমর, তোমরা আর আমাকে রাখতে পারবে না, আমার কার্য্য শেষ হয়েছে, প্রাচীন রাজবংশের পুনরুদ্ধার হয়েছে, তুমি এখন এ রাজ্যের রাজা, আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করি, সুখে রাজত্ব কর। শ্রীরামচন্দ্রের মত প্রজা পালন কর। আর কি—

অমর—মহাদেবী—মহাদেবী—

জয়াবতী—আজ আমার বড় আনন্দ হচ্ছে, আমি চারিদিকে আমার প্রভুর, আমার প্রাণেশ্বরের আহ্বান বাণী শ্রবণ কচ্ছি, তিনি আমায় যেন ডাকছেন—জয়া জয়া, এসো এসো। না না, অমর আমি আর থাকতে পাচ্ছি না। ঐ আবার প্রেমপূর্ণস্বরে আমায় ডাকছেন—জয়া এসো,

জয়া এসো। প্রাণেশ্বর, প্রভু আমি আসছি, নেও আমায় নেও—নেও—নেও—(ধীরে ধীরে প্রস্থান)

অমর—কি আশ্চর্য্য, এই মহাদেবী কেবল মাত্র এই প্রাচীন রাজ-বংশটিকে উদ্ধার করবার জন্য এতদিন এতকষ্ট করে এ সংসারে জীবিতা ছিলেন। এস বলিভীম।

বলিভীম—মহারাজ, মহারাজ, আমি যে কথা বলতে পাচ্ছি না আমার প্রাণ যে ছুটে গিয়ে, ঐ মহাদেবীর চরণে লুটাতে চায়। যতদিন এই রকম মহাদেবী আমাদের মধ্যে, ত্রিপুরার মধ্যে, জন্মগ্রহণ করবে, ততদিন ত্রিপুরা স্বাধীন হয়ে থাকবেই। ত্রিপুরার ধ্বংস কিছুতেই হবে না, হবে না, হবে না।

(উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—শ্মশান

(অনন্ত মাণিক্যের চিতা জ্বলিতেছে)

(সখীগণ গান গাইতে গাইতে জয়াবতীকে লইয়া প্রবেশ, জয়াবতী আনন্দিতা, আনন্দে নিজের বেশভূষা ঠিক করিতেছে, কাণের ফুল ইত্যাদি ঠিক করিতেছেন, হাসি-তেছেন ও সখীগণের সহিত মধুর আলাপ করিতেছেন)

(সখীগণের গীত)

শুকাল কুসুম কলিতে ,
ভুলক্রমে বিধি যদি এনেছিল মরতে।
কেলি অযতনে এহেন রতনে
উড়ে গেছে অলি স্বরগে।

সৈন্যগণ—জয় মহারাজ জয়মাণিক্যের জয়, জয় সেনাপতি রঙ্গনারায়ণের জয়।

(সকলের আক্রমণ)

রুদ্রপ্রতাপ—থাম সৈন্যগণ, তোমরা কার পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করছ জান? জয়মাণিক্য এক বিশ্বাস ঘাতকের পুত্র, আর এ অমর মাণিক্য প্রাচীন ত্রিপুরার রাজ-বংশের একমাত্র কুলরবি।

(রঙ্গনারায়ণ সৈন্যগণ মাথা নিচু করিয়া রহিল)

রঙ্গনারায়ণ—সৈন্যগণ, আক্রমণ কর, আক্রমণ, এখনও সময় আছে।

১ম সৈন্য— নাঃ আমরা প্রাচীন রাজ-বংশের বিরুদ্ধে হাত তুলবো না— বল সকলে মহারাজ অমর মাণিক্যের জয়।

(সকলের জয়ধ্বনি)

(সৈন্যগণ অমরের পক্ষাবলম্বন করিল)

রুদ্রপ্রতাপ—সৈন্যগণ, কর এই দুই নারাধমকে বন্দী।

(রঙ্গনারায়ণ পলায়ণ করবার জন্য একটু অগ্রসর হইল)

জয় মাণিক্য—ছিঃ মামা পালাও কোথায়?

(রঙ্গনারায়ণ পলায়ন করিল না, সৈন্যগণ বন্দী করিতে গেল)

রঙ্গনারায়ণ—রুদ্রপ্রতাপ, যদি ক্ষত্রিয় হও, তবে আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর।

অমর—খুব ভাল কথা, সেনাপতি, তুমি রঙ্গনারায়ণের সঙ্গে যুদ্ধ কর, আমি জয় মাণিক্যের সঙ্গে যুদ্ধ করি। এস জয়মাণিক্য।

জয় মাণিক্য—(অর্দ্ধেক তরোয়াল বাহির করিয়া পুনঃ বন্ধ করিয়া) নাঃ অমরদেব, আমার পিতা যে বিশ্বাস ঘাতকতা

করেছিলেন, তারজন্য আমার বড়ই অনুতাপ হচ্ছে। আমি তোমার বংশের উপর, প্রাচীন রাজবংশের উপর হাত তুলতে চাই না। (আত্মহত্যা করিল)

(অমর দৌড়াইয়া জয়মাণিক্যের মৃত দেহের নিকট গেল)

রঙ্গনারায়ণ—একি সর্ব্বনাশ! তা হলে আমি কেন কাপুরুষের মত মরি! আস রুদ্রপ্রতাপ—

(উভয়ের যুদ্ধ, রঙ্গনারায়ণের মৃত্যু)

অমর—হায় হতভাগ্য, তোমার পিতার কুমতি হওয়ার পূর্ব্বে, তোমার সঙ্গে ছেলে বেলায় কত খেলেছি। তখন তোমার এ অবস্থা হবে, তাহা আমি ঘুণাক্ষরেও মনে করি নাই। জয়, জয়, আমার বাল্যসখা, তোমার নিকট আমি যদি কোন অপরাধ করে থাকি, তা হলে আমায় ক্ষমা কর।

বলিভীম—উঠুক মহারাজ, আর শোক করে কি হবে, যা হবার তা হয়েছে।

অমর—বলিভীম, আমি যে কিছুতেই জয় মাণিক্যের সঙ্গে বাল্যকালের খেলা ও তার সরল চরিত্র ভুলতে পাচ্ছি না। (মস্তক অবনতকরন)

রুদ্রপ্রতাপ—এখন কি আদেশ বলুন, আমাদিগের আর কি কর্ত্তে হবে?

অমর—আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য, এই দুই মৃত দেহের সৎগতি করা। যাও, এই দুই মৃতদেহ সসম্মানে এখান হতে নিয়ে যাও।

(রুদ্রপ্রতাপের কয়েক জন সৈন্য লইয়া জয়মাণিক্যের মৃত দেহ খাটে করিয়া ও রঙ্গনারায়ণের মৃত দেহ লইয়া প্রস্থান)

(অপরদিক হইতে জয়াবতীরপ্রবেশ)

অমর—এ কি ? মহাদেবী, আপনি এখানে !

জয়াবতী—হা অমর, আমি তোমার পিছনে পিছনে আসছিলেম, আমার দৃঢ় ধারণা ছিল তুমি জয়ী হবে। তাই এখানে তোমার সঙ্গে দেখা—

অমর—মহাদেবীর আদেশ হলে, আমি নিজেই আপনার নিকট উপস্থিত হতেম ।

জয়াবতী—না অমর আমি ধৈর্য্য ধরে আর থাকতে পারি নাই, এ সংসারে আমার আর এক মূহুর্ত্ত থাকবারইচ্ছা নাই। তাই এখানে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তা হলে আমি এখন যাই। তিনি কি করে একা একা থাকবেন, আমাকে যত শীঘ্র পারাযায় তাঁর নিকট যাওয়া উচিত ।

অমর—সে কি মহাদেবী !

জয়াবতী—না অমর, তোমরা আর আমাকে রাখতে পারবে না, আমার কার্য্য শেষ হয়েছে, প্রাচীন রাজবংশের পুনরুদ্ধার হয়েছে, তুমি এখন এ রাজ্যের রাজা, আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করি, সুখে রাজত্ব কর। শ্রীরামচন্দ্রের মত প্রজা পালন কর। আর কি—

অমর—মহাদেবী—মহাদেবী—

জয়াবতী—আজ আমার বড় আনন্দ হচ্ছে, আমি চারিদিকে আমার প্রভুর, আমার প্রাণেশ্বরের আহ্বান বাণী শ্রবণ কচ্ছি, তিনি আমায় যেন ডাকছেন—জয়া জয়া, এসো এসো। না না, অমর আমি আর থাকতে পাচ্ছি না। ঐ আবার প্রেমপূর্ণস্বরে আমায় ডাকছেন—জয়া এসো,

জয়া এসো। প্রাণেশ্বর, প্রভু আমি আসছি, নেও আমায় নেও—নেও—নেও—(ধীরে ধীরে প্রস্থান)

অমর—কি আশ্চর্য্য, এই মহাদেবী কেবল মাত্র এই প্রাচীন রাজবংশটিকে উদ্ধার করবার জন্য এতদিন এতকষ্ট করে এ সংসারে জীবিতা ছিলেন। এস বলিভীম ।

বলিভীম—মহারাজ, মহারাজ, আমি যে কথা বলতে পাচ্ছি না আমার প্রাণ যে ছুটে গিয়ে, ঐ মহাদেবীর চরণে লুটাতে চায়। যতদিন এই রকম মহাদেবী আমাদের মধ্যে, ত্রিপুরার মধ্যে, জন্মগ্রহণ করবে, ততদিন ত্রিপুরা স্বাধীন হয়ে থাকবেই। ত্রিপুরার ধ্বংস কিছুতেই হবে না, হবে না, হবে না।

(উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—শ্মশান

(অনন্ত মাণিক্যের চিতা জ্বালিতেছে)

(সখীগণ গান গাইতে গাইতে জয়াবতীকে লইয়া প্রবেশ, জয়াবতী আনন্দিতা, আনন্দে নিজের বেশভূষা ঠিক করিতেছে, কাণের ফুল ইত্যাদি ঠিক করিতেছেন, হাসিতেছেন ও সখীগণের সহিত মধুর আলাপ করিতেছেন)

(সখীগণের গীত)

শুকাল কুসুম কলিতে ,
ভুলক্রমে বিধি যদি এনেছিল মরতে।
কেলি অযতনে এহেন রতনে
উড়ে গেছে অলি স্বরগে।

জয়াবতী—সখী, এ গান ভাল লাগে না। আমার নিজের বাঁধা "বল বল সখী"—সেই গানটি গাও।

(সখীগণের গীত)

(তোমরা বল বল সখী) সে দিন আমার কবে হবে
জয়াবতী যবে দাসী হয়ে তাহার কাছে রবে,
তুচ্ছ করি সব এ ভব বৈভব, সে পদ পঙ্কজ সেবিবে॥
জলহীন মীন বাঁচে কি কখন,
পতি হীন সতী সে মতি জীবন,
(জয়াবতী দাসী) দাসীর পরাণ, সে মন মোহন,
প্রাণ ভরে কবে নিরখিবে॥

(অমর মাণিক্য, চন্তাই ও বলিভীমের প্রবেশ)

জয়াবতী—আজ আমার বড় আনন্দের দিন, আজ আমি আমার প্রভুর নিকটে অনেক দিনের পর যাচ্ছি। চন্তাই, রুদ্রপ্রতাপ, তোমাদিগকে কি ভাষায় ধন্যবাদ দিব, তাহা খুঁজে পাচ্ছি না। তোমাদিগকে আমি আশীর্ব্বাদ করি। অমর, এখন তুমি রাজা হয়েছ, তোমায়ও আশীর্ব্বাদ করি সুখে রাজত্ব কর। সখী, সখী তোমাদের নিকটও আমার বিদায় নেবার সময় হয়ে এসেছে। আচ্ছা সখী, বল তো আমায় আজ সুন্দর দেখাচ্ছে কি না? বল না লজ্জা কি? ঐ ঐ প্রেম গদ গদ স্বরে আমায় ডাকছেন—এসো এসো। এখন তোমাদের সকলের নিকটই বিদায় নেবার সময় হয়েছে, আমায় বিদায় দাও।

চন্তাই—মহাদেবী, আপনার জয় ভিন্ন আমাদের আর বলবার কিছু নাই। জয় মহাদেবী জয়াবতীর জয়।

(সকলের জয়ধ্বনি ও ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ)

জয়াবতী—ব্রাহ্মণগণ, তোমরাও আমাকে বিদায় দাও।

ব্রাহ্মণগণ—মহাদেবী, আমরা দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমাদের আশীর্ব্বাদ ভিন্ন কিছুই নাই। আমরা মহাদেবীকে আশীর্ব্বাদ করি, মহাদেবীর কামনা পূর্ণ হউক।

(শ্লোক)

সতী কুল শ্রীঃ পতি দেবতাসি,
পত্যা সমং যাসি চিরায় মূর্ত্ত্যে।
অহো মহা পুণ্য চয়েন সাধ্বী
সুখং প্রযায়ঃ পথি ভব্যমস্তু।

জয়াবতী—আপনারা সকলে আমায় বিদায় দিন, এখন আমি যাই।

(সকলে প্রণাম করিল, ব্রাহ্মণগণ আশীর্ব্বাদ করিল, জয়াবতী ধীরে ধীরে চিতার কাছে গেল ও স্তব করিতে লাগিল)

জয়াবতীর স্তব।

কোথা ভগবান, সর্ব্বশক্তিমান,
কোথাহে জগত পতি।
চরণে তোমার, ওহে মূলাধার,
অবলা করিছে নত।
তুমি মহাকাল, তুমি হে বিশাল,
ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র তম।
জগত আধার, তুমি অবতার,
অপরাধ ক্ষম মম।
কোথা মা তারিণী জগত জননী,
মূর্ত্তি মতি সতী তুমি।

দেব দেবী গণ, আছে অগণন,
সবারে প্রণমি আমি।
শশী দিবাকর, ভূচর খেচর,
আদি আছে যত প্রাণী।
গ্রহ তারা যত গিরি নদী শত,
মাগিছে আশীষ বাণী।
নরনারী যত আছে শত শত,
দয়াকর মোরে সবে।
দেন যেন দেখা, মোরপ্রাণ সখা,
মম হৃদয় বল্লভ।

(স্তব শেষ হইলে নগরবাসীগণ জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে প্রবেশ করিল। জয়াবতী সতী ৭ বার চিতা প্রদক্ষিণ করিল, ও শেষে নতজানু হইয়া পূজা করিতে লাগিল।

নগরবাসিগণের জাতীয় সঙ্গীত।

ধন্য মোদের দেশ ও ভাই ধন্য মোদের দেশ।
ধন ধান্য ভরা দেখ, নাইক দুঃখ লেস॥
মোদের রাজ বংশ ও ভাই মোদের রাজ বংশ।
সমান্য মানব নহে মহাদেবের অংশ॥
সতী যথায় পতির দুঃখে, করে অনল প্রবেশ।
ও ভাই অনল প্রবেশ॥
শুনরে শেস বাণী ও ভাই শুনরে শেষ বাণী।
মহাদেবীর অংশ ও ভাই মোদের ত্রিপুর রাণী॥
ভক্তিভরে প্রণাম কর সতীর চরণে।
সুখ হবে দুঃখ যাবে, জয় হবে রণে॥
সবে বল জয় জয় ভবাণী ভবেশ।
ও ভাই ভবানী ভবেশ॥

জয়াবতী—নেও নেও, আমায় নেও, প্রাণনাথ, প্রাণেশ্বর—

(আগুনে ঝাঁপ দিল)

ব্রাহ্মণগণ আগুনে ঘৃতাদি দিতে লাগিল

ওঁঃ অগ্নি স্বাহা, নারায়ণ স্বাহা, ওম স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিল

ও অন্যান্য সকলে জয় মহারাণী জয়াবতীর জয়, জয় ত্রিপুর সতীর জয়,

জয় মহাদেবী ত্রিপুর সতীর জয় ইত্যাদি জয় ধ্বনি।

(নগরবাসিগণ হরিনামের গান ধরিল অমর রুদ্রপ্রতাপ

বলিভীম, চন্দ্রাই ও সখীগণের প্রস্থান)

হরিনামের সঙ্গীত।

বল, হরিবল হরিবল হরিবল।

বল, নিত্যনন্দ, সৎচিদানন্দ, হরিবল ।।

বল, রাম রাম নারায়ণ, হরিবল।

বল, হরেরাম, হরেরাম, হরিবল ।।

বল, জয় রাধা শ্রীগোবিন্দ, হরিবল।

বল, শ্রীমুরারী বংশীধারী, হরিবল ।।

বল, পতিত পাবন নারায়ণ হরিবল।

বল, নারায়ণ নারায়ণ হরিবল ।।

(গাইতে গাইতে নগরবাসীর প্রস্থান, কিয়ৎক্ষণ ব্রাহ্মণগণের

নারায়ণের নাম লইতে লইতে প্রস্থান। নগর বাসীগণ ক্রমশঃ

গাইতে গাইতে দূরে চলিয়া গেল, চিতার আগুণ ও ক্রমশঃ

কমিতে লাগিল, শেষে গান শুনা গেল না,

আগুন ও নিবেগেল)

(পট পরিবর্ত্তন)

স্থান—অমরাপুরী

(সিংহাসনে, অনন্তদেব, জয়াবতী, দেববালাগণ গান

গাইতেছে ও পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে)

গীত।

ব্যজন করধীরে হের সুজন পুরে এসেছে।
বিচ্ছেদ বেদন গিয়াছে দূরে মন্দ মন্দ হাসিছে।।
বর্ত্তে বর্ত্তে ছিটাও কুসুম, বড় দুঃখ মর্ত্ত্যে পেয়েছে।
সতী পতি পাশে শোভিছে কেমন,
শচী সম শোভা হয়েছে
দেখনা ধীরে বহিছে মলয়া
কুসুম গন্ধ লইয়া,
স্বরগের জ্যোতি মরত হইতে এসেছে স্বরগে ফিরিয়া
সতীরূপ হেরি এ সবগ পুরী
(কিবা) মোহন মূরতি ধরেছে।।

———

যবনিকা পতন।